অধ্যায় ০৪

হিন্দুধর্মে সংস্কার

Sangskers in Hinduism

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ পাঠ-১ : ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন ▸ পাঠ-২ : বিবাহ ▸ পাঠ-৩ ও ৪ : বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ ▸ পাঠ-৫ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ▸ পাঠ-৬ : অশৌচ ▸ পাঠ-৭ ও ৮ : আদ্যশ্রাদ্ধ।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

আমাদের এই পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাচীন ঋষিরা ধর্মীয় আচার-আচরণ ও মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা রচনা করেছেন 'মনুসংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা', 'পরাশরসংহিতা' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র তথা হিন্দু বিধি-বিধানের বিখ্যাত গ্রন্থাবলি। এসব গ্রন্থে বর্ণিত বিধি-বিধানকে আশ্রয় করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মাঙ্গলিক ক্রিয়া। মৃতজনের উদ্দেশ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, পারলৌকিক কৃত্য প্রভৃতি সম্পাদন করার বিধি-বিধানও হিন্দুধর্মের গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত রয়েছে।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ১৫৬
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১৫৬
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১৫৬
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১৫৬
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ১৫৭
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ১৫৭
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৫৮
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ১৫৮
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---- পৃষ্ঠা ১৫৯
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৬৭
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৬৯
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৭৩
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ১৭৩
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ১৭৩
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ১৯১
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ১৯৪
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ১৯৬
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ১৯৭
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ১৯৮

PART 01 বিশ্লেষণ Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	৪	২	৩	১	২	১	৮	১	৩	১	২	১	১	১	৫	১	৩	১
২০২৩	৭	১	৬	৩	৪	১	৫	২	৩	২	২	২	৪	২	৫	২	৬	২
২০২০	০	১	০	০	০	০	০	১	০	১	০	০	০	০	০	১	০	১
২০১৯	৪	১	৪	১	৪	১	৪	১	৪	১	৪	১	৪	১	৪	১	০	০
২০১৮	৩	২	৩	২	৩	২	৩	২	৩	২	৩	২	৩	২	৩	২	০	০
২০১৭	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	০	০
২০১৬	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	০	০
২০১৫	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	৪	২	০	০
মোট	২৮	১২	২৬	১২	২৩	১০	৩০	১২	২৩	১২	২১	১১	২২	১১	২৭	১২	৯	৪

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

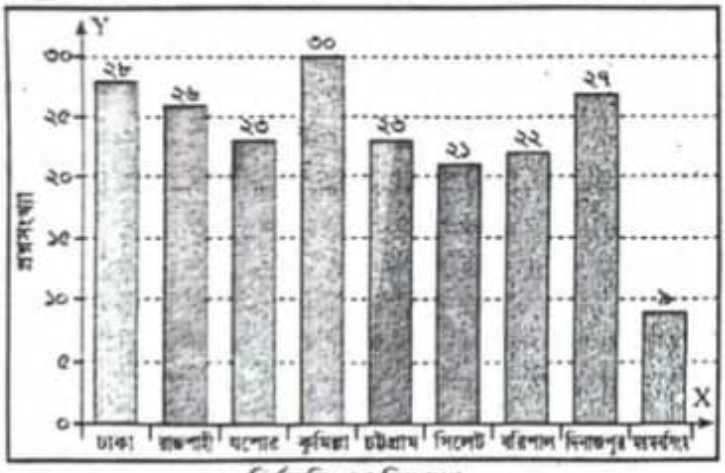

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

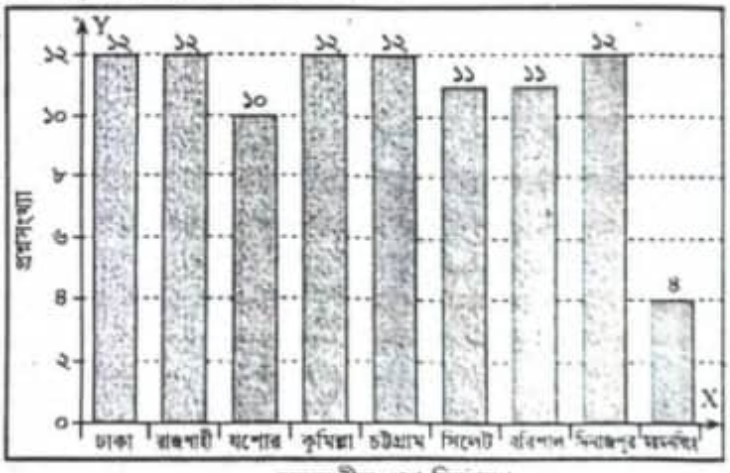

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো–

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩, '২০; রা. বো. '২৩, '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '২০, '১৯; চ. বো. '২০, '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২০, '১৯; ম. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৮, '১৫]	★★
শিখনফল ২ : বিভিন্ন সংস্কারের নাম উল্লেখ করতে পারবে এবং প্রচলিত সংস্কারসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।	[সকল বোর্ড '১৬]	★★
শিখনফল ৩ : পরিবার ও সমাজ জীবনে ধর্মীয় সংস্কারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★
শিখনফল ৪ : হিন্দুধর্মের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪; য. বো. '২৪; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]	★★
শিখনফল ৫ : বিবাহের একটি মন্ত্রের সরলার্থ এবং মন্ত্রের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★
শিখনফল ৬ : 'হিন্দু বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সুদৃঢ় ধর্মীয় বন্ধন'–বিশ্লেষণ করতে পারব।		★★
শিখনফল ৭ : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বিবাহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[রা. বো. '২৩, '১৯; য. বো. '২৩, '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '২৩; দি. বো. '১৯; ম. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৮]	★★
শিখনফল ৮ : 'পণপ্রথা অধর্ম'-এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২৪, '২৩]	★★
শিখনফল ৯ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধারণা ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২৩; কু. বো. '২৪; চ. বো. '২৪, '২৩; সি. বো. '২৪, '২৩; ব. বো. '২৪, '২৩; সকল বোর্ড '১৬]	★★★
শিখনফল ১০ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় শবদেহ প্রদক্ষিণ করার সময়কার মন্ত্রটি সরলার্থসহ ব্যাখ্যা করতে পারব।		★★

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১১ : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৪; চ. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]	3
শিখনফল ১২ : অশৌচের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '১৯; কু. বো. '২৩; ব. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১৫]	5
শিখনফল ১৩ : অশৌচ পালনের পদ্ধতি এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '১৯; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৪, '২৩; সি. বো. '২৪; ব. বো. '২৪, '২৩, '১৯; ম. বো. '২৪]	7
শিখনফল ১৪ : শ্রাদ্ধের ধারণা ও আদ্যশ্রাদ্ধের বিধান ব্যাখ্যা করতে পারব।	[রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৮, '১৭, '১৬, '১৫]	7
শিখনফল ১৫ : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।	[ঢা. বো. '২৩, '২০; রা. বো. '২৩; কু. বো. '২৪, '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২৩; দি. বো. '২৪, '২০; ম. বো. '২৪, '২০; সকল বোর্ড '১৮, '১৭]	7
শিখনফল ১৬ : হিন্দু সমাজের আচার অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য না রেখে একই প্রকার বিধানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[রা. বো. '২৪; ম. বো. '২৩]	3

PART 02 **অনুশীলন** *Practice*

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

১. পাঠ শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার অনুষ্ঠানকে কী বলে? উ: সমাবর্তন
২. কততম মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন হয়? উ: ষষ্ঠ মাসে
৩. কততম মাসে কন্যা সন্তানের অন্নপ্রাশন করা হয়? উ: পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে
৪. 'উপনয়ন' শব্দের সহজ অর্থ কী? উ: পৈতা ধারণ
৫. স্মৃতিশাস্ত্রে কয়টি সংস্কারের উল্লেখ আছে? উ: দশটি
৬. ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে কী বলা হয়? উ: সংস্কার
৭. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও শততম দিবসে করণীয় কী? উ: নামকরণ
৮. কোন অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে অনেক উপদেশ দিতেন? উ: সমাবর্তন

বিবাহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

৯. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহটি প্রচলিত? উ: ব্রাহ্মবিবাহ
১০. 'বিবাহ' শব্দের অর্থ কী? উ: বিশেষ রূপে ভার বহন করা
১১. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় কোন সংস্কারের মাধ্যমে? উ: বিবাহ
১২. মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ তার নাম কী? উ: গান্ধর্ব বিবাহ
১৩. মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ কোন প্রকারের? উ: গান্ধর্ব বিবাহ
১৪. সনাতন ধর্মে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? উ: বিবাহ
১৫. সমগ্র জীবনে যে দশটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? উ: বিবাহ
১৬. কাকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না? উ: স্ত্রী
১৭. বহ্ ধাতুর অর্থ কী? উ: বহন করা
১৮. 'বি' উপসর্গের অর্থ কী? উ: বিশেষরূপে
১৯. স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় কয় প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে? উ: আট প্রকার

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৩

২০. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? উ: সম্প্রদান
২১. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহ শুদ্ধিকরণ হয়? উ: গায়ে হলুদ
২২. যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি কোন দিকে মুখ হয়ে বসেন? উ: উত্তরমুখী
২৩. এয়োস্ত্রী বলতে কী বোঝায়? উ: সধবা মহিলা
২৪. বরপক্ষের আশীর্বাদকে আঞ্চলিক ভাষায় কী বলে? উ: স্বর্ণ বস্ত্র
২৫. হিন্দু সমাজে অধিবাস আচারটি বিবাহের কয়দিন পূর্বে পালিত হয়? উ: একদিন
২৬. অধিবাসের দিন বর ও কনে কী আহার করে? উ: নিরামিষ
২৭. অধিবাসের সময় হলে কারা বর-কনেকে হলুদ মাখায়? উ: এয়োস্ত্রীগণ
২৮. বিবাহ উপলক্ষ্যে বর-কনে উভয় কর্তৃক উভয়ের পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে কী বলা হয়? উ: বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
২৯. কোন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়? উ: গায়ে হলুদ
৩০. গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? উ: বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে
৩১. অধিবাসের পর পরই কোন অনুষ্ঠানটি করতে হয়? উ: গায়ে হলুদ
৩২. গায়ে হলুদ মূলত কী অনুষ্ঠান? উ: দেহ শুদ্ধিকরণ
৩৩. পর পর কয়বার বর-কনে পরস্পরের মালা বদল করে? উ: তিনবার
৩৪. সম্প্রদান পর্বে বরকে কোন মুখী হয়ে বসতে হয়? উ: পূর্বমুখী
৩৫. সম্প্রদান অনুষ্ঠানে বর-কনেকে মুখোমুখি বসাতে গিয়ে কনেকে কোনমুখী করে বসাতে হয়? উ: পশ্চিমমুখী
৩৬. সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে কী আকারের যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়? উ: বর্গাকার
৩৭. যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে কার কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে? উ: অগ্নিদেব

৩৮. একজন হিন্দু নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি? উ : সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পড়ানো

৩৯. সোহাগজল অনুষ্ঠানে স্বামীর বাম পাশে বসে কে? উ : স্ত্রী

৪০. বিয়ের আগের দিন এয়োতী নারীরা কয় ঘাট ঘুরে জল এনে সযত্নে রেখে দেন? উ : সাত ঘাট

৪১. স্থানভেদে সোহাগজলের অপর নাম কী? উ : শান্তিজল

৪২. বাসি বিয়েতে কয় পুকুরের জল এনে বর-কনেকে স্নান করানো হয়? উ : পাঁচ পুকুর

৪৩. বাসি বিয়ের দিন কাদের মধ্যে স্বর্ণের আংটি নিয়ে লুকোচুরি খেলা হয়? উ : সধবা-বিধবা

৪৪. সাধারণত বিয়ের তৃতীয় দিনে যে অনুষ্ঠানটি হয় তার নাম কী? উ : বৌ-ভাত

৪৫. পণ প্রথার অপর নাম কী? উ : যৌতুক প্রথা

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৫

৪৬. ইষ্টি শব্দের অর্থ কী? উ : যজ্ঞ

৪৭. সাধারণত মৃতদেহের মুখাগ্নি করেন কে? উ : জ্যেষ্ঠপুত্র

৪৮. কয়টি শব্দ মিলে 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দটি গঠিত? উ : দুটি

৪৯. 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ কী? উ : শেষ

৫০. 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের অর্থ কোনটি? উ : শেষযজ্ঞ

৫১. মৃত্যুর পর দেহটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? উ : শ্মশানে

৫২. শ্মশানে মৃতদেহের মাথা কোন দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়? উ : দক্ষিণদিকে

৫৩. মৃতের দাহ শেষ হলে দ্বাদশ আঙুলি পরিমিত আমকাঠ নিয়ে কয়বার চিতা প্রদক্ষিণ করতে হয়? উ : সাতবার

৫৪. মৃতের দাহ শেষে শ্মশানবন্ধুগণ প্রত্যেকে তিন বা সাত কলস জল দিয়ে কোনটি করবেন? উ : চিতার আগুন নিভিয়ে দেবেন

৫৫. শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে কেন? উ : পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য

অশৌচ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৭

৫৬. পিতা-মাতা বা জ্ঞাতির মৃত্যুতে আমরা কী পালন করি? উ : অশৌচ

৫৭. কত পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান? উ : সপ্তম পুরুষ

৫৮. কত পুরুষ পর্যন্ত জননাশৌচ ও মরণাশৌচ পালনের বিধান আছে? উ : সপ্তম পুরুষ

৫৯. অশৌচ কয় প্রকার? উ : দুই প্রকার

৬০. 'অশৌচ' শব্দের অর্থ কী? উ : শুচিতার অভাব

৬১. 'শৌচ' শব্দের অর্থ কী? উ : শুচিতা

৬২. পূরক পিন্ড দিতে হয় মোট কয়টি? উ : দশটি

৬৩. মৃত্যুর পর যে অশৌচ হয় তার নাম কী? উ : মরণাশৌচ

আদ্যশ্রাদ্ধ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৮

৬৪. শ্রাদ্ধের প্রবর্তক কে? উ : নিমি

৬৫. আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী? উ : আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ

৬৬. "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"— এ বাণীটি কে করেছেন? উ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

৬৭. "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? উ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৬৮. 'তমঃ' গুণ দ্বারা প্রভাবিত কোন বর্ণের লোক? উ : শূদ্র

৬৯. ব্রাহ্মণ বর্ণের কোনো ব্যক্তি সোমবারে মৃত্যুবরণ করলে কোন দিন তার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হবে? উ : বৃহস্পতিবার

৭০. ব্রাহ্মণ সন্তান তমঃগুণে প্রভাবিত হলে সে কোন বর্ণ বলে গণ্য হয়? উ : শূদ্র

৭১. দত্তাত্রেয় মুণির পুত্রের নাম কী? উ : নিমি

৭২. 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে কোন প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত? উ : অণ

৭৩. কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন দেখতে এসে কার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে? উ : মৃত ব্যক্তির

৭৪. 'গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি"— কে বলেছেন? উ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে কোন বিবাহ সংঘটিত হয়?

(খ) (ক) প্রাজাপত্য (খ) গান্ধর্ব (গ) আসুর (ঘ) ব্রাহ্ম

২. সমাবর্তন বলতে কীরূপ অনুষ্ঠান বোঝায়?

(ক) পাঠগ্রহণের উদ্দেশ্যে গুরুগৃহে গমন

(খ) পাঠগ্রহণকালে গুরুকে মূল্যবান উপহার প্রদান

(গ) পাঠশেষে গুরুগৃহ থেকে বিদায়ানুষ্ঠান

(ঘ) (ঘ) পাঠশেষে গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসা

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

গোপাল তার ঠাকুরদার একমাত্র নাতি। চোখের সামনে ঠাকুরদার মৃত্যুতে সে শোকাহত হয়। গোপাল দেখে মৃত্যুর পর তার ঠাকুরদার দেহটিকে ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে সাজিয়ে তার বাবা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা শ্মশানে নিয়ে যায়। শাস্ত্র অনুযায়ী গোপাল ও তার বাবা-মা বার দিন অশৌচ পালন করেন।

৩. গোপালের ঠাকুরদাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার কারণ কোনটি?

(ক) হবিষ্যান্ন পালন

(খ) নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

(গ) আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন

(ঘ) (ঘ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

৪. তাদের অশৌচ পালনের মাধ্যমে অর্জিত হবে—

i. শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা

ii. আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদের প্রস্তুত করা

iii. শাস্ত্রীয় বিধি-বিধান পালন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৫২

২. পাঠ শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার অনুষ্ঠানকে কী বলে? [ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২৩]
(ক) সমাবর্তন (খ) উপনয়ন
(গ) প্রত্যাবর্তন (ঘ) সীমান্তোন্নয়ন

৬. প্রথম বার মেয়ের মুখে প্রথমে ভাত তুলে দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন? [রা. বো. '২৪]
(ক) সীমন্তোন্নয়ন (খ) জাতকর্ম
(গ) অন্নপ্রাশন (ঘ) চূড়াকরণ

৭. কাজল বাবুর স্ত্রীর আষাঢ় মাসে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। শাস্ত্রানুযায়ী তারা কোন মাসে কন্যার অন্নপ্রাশন দিতে পারবেন। [য. বো. '২৪]
(ক) কার্তিক (খ) অগ্রহায়ণ
(গ) পৌষ (ঘ) ফাল্গুন

৮. সংস্কার কী? [কু. বো. '২৪]
(ক) মাঙ্গলিক কর্মকান্ড (খ) ধ্যান-ধারণা
(গ) বিশ্বাস-অনুভূতি (ঘ) ইতিহাস-ঐতিহ্য

৯. কততম মাসে পুত্রের অন্নপ্রাশন হয়? [য. বো. '২৩; দি. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৮, '১৬]
(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ
(গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

১০. গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় পালিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কী অর্জিত হবে? [ঢা. বো. '২৩]
(ক) সম্পর্কের মধুরতা লাভ হবে
(খ) সুনাম অর্জন হবে
(গ) পরিবার গঠিত হবে
(ঘ) ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশনা লাভ হবে

১১. কততম মাসে কন্যা সন্তানের অন্ন প্রাশন করা হয়? [দি. বো. '২৩]
(ক) পঞ্চম মাসে (খ) ষষ্ঠ মাসে
(গ) একাদশ মাসে (ঘ) দ্বাদশ মাসে

১২. 'উপনয়ন' শব্দের সহজ অর্থ কী? [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
(ক) দীক্ষা গ্রহণ (খ) নয়নের সমীপে
(গ) প্রত্যাবর্তন (ঘ) পৈতা ধারণ

১৩. স্মৃতিশাস্ত্রে কয়টি সংস্কারের উল্লেখ আছে? [কুমিল্লা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) ৮টি (খ) ১০টি
(গ) ১২টি (ঘ) ১৪টি

১৪. স্মৃতিশাস্ত্র কোনটি? [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
(ক) বিষ্ণুপুরাণ (খ) ভাগবত পুরাণ
(গ) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (ঘ) ব্রহ্মসূত্র

১৫. ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয়–
(ক) মঙ্গলাচার (খ) ধর্মাচার
(গ) ধর্মানুষ্ঠান (ঘ) সংস্কার

১৬. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও শততম দিবসে করণীয় কী?
(ক) অন্নপ্রাশন (খ) নামকরণ
(গ) সমাবর্তন (ঘ) জাতকর্ম

১৭. কোন অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে অনেক উপদেশ দিতেন?
(ক) চূড়াকরণ (খ) অন্নপ্রাশন
(গ) গর্ভাধান (ঘ) সমাবর্তন

১৮. অন্নপ্রাশন বলতে যা বোঝায়–
(ক) মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তানের প্রথম অন্নভোজন
(খ) মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তানের নামকরণ
(গ) মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ
(ঘ) মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সন্তানের বিবাহ

১৯. সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয়। কারণ– [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
i. গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন
ii. গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার জন্য
iii. পড়াশুনার জন্য গুরুগৃহে যাবার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) i (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

২০. জাতকর্ম সংস্কারের জন্মের পর পিতা যা দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন–
i. মধু
ii. যষ্ঠিমধু
iii. ঘৃত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. কন্যার ক্ষেত্রে যে মাসে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজন করানো হয়–
i. ৫ম মাস
ii. ৮ম মাস
iii. ১০ম মাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২. দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বর্তমানে লুপ্তপ্রায় সংস্কারটি–
i. গর্ভাধান
ii. পুংসবন
iii. সীমন্তোন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
উদয় বাবুর ছেলের জন্মের ষষ্ঠ মাসে আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠান করেন। অপরদিকে, তার ছোট ভাই বরুন পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে একটি পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। [কু. বো. '২৪]

২৩. উদয় বাবুর ছেলের অনুষ্ঠানটি কোন ধরনের ধর্মীয় সংস্কার?
(ক) জাতকর্ম (খ) সমাবর্তন
(গ) অন্নপ্রাশন (ঘ) নামকরণ

২৪. বরুন যে সংস্কারের সাথে যুক্ত হয়েছেন সে সংস্কারটির মাধ্যমে–
i. মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়
ii. পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব এবং নারী লাভ করে মাতৃত্ব
iii. স্ত্রী-পুরুষের দেহ শুদ্ধি করা হয়ে থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রথীন তার শিক্ষা জীবন শেষ করেছে। তার বিদায় জানাতে প্রতিষ্ঠান থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। [কু. বো. '২৪]

২৫. হিন্দু সংস্কারে অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুষ্ঠানটিকে কী বলা হয়?
(ক) পুংসবন (খ) সীমান্তোন্নয়ন
(গ) সমাবর্তন (ঘ) অন্নপ্রাশন

২৬. এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে–
i. ছাত্ররা গৃহে ফিরে আসে
ii. ছাত্ররা উপদেশ লাভ করে
iii. শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
উপেন সন্তান জন্মের পর তার মুখে মধু দিয়ে একটি সংস্কার পালন করে। অন্যদিকে, বিমল বাবুর কন্যা সাথীকে নতুন কাপড় ও অলংকার দ্বারা সাজিয়ে আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ দিনটি ছিল সাথীর জীবনের বিশেষ দিন। [চ. বো. '২৪]

২৭. উপেন নিচের কোন সংস্কারটি পালন করে?
ক পুংসবন খ জাতকর্ম
গ উপনয়ন ঘ অন্নপ্রাশন

২৮. সাথীর জীবনের বিশেষ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব হলো—
i. পুরুষ সন্তানের পিতা হয়ে লাভ করবে পিতৃত্ব
ii. নারী মাতা হয়ে লাভ করে মাতৃত্ব
iii. নারী-পুরুষের মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো প্রস্ফুটিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তপু বিদ্যা শিক্ষা শেষে বাড়িতে আসে। তার পিতা সেই উপলক্ষে একটি সংস্কার পালন করে। অপরদিকে, ধীরেন বাবু তার কন্যা গীতাকে নতুন কাপড় ও অলংকার দ্বারা সাজিয়ে প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি ছিল গীতার জীবনে বিশেষ দিন। [দি. বো. '২৪]

২৯. তপুর জন্য তার পিতা কোন সংস্কারটি পালন করে?
ক জাতকর্ম খ নামকরণ
গ অন্নপ্রাশন ঘ সমাবর্তন

৩০. গীতার জীবনে বিশেষ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব হলো—
i. পুরুষ সন্তানের পিতা হয়ে লাভ করে পিতৃত্ব
ii. নারী মাতা হয়ে লাভ করে মাতৃত্ব
iii. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

বিবাহ ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৫২

৩১. বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রী কী লাভ করে? [ঘ. বো. '২৪]
ক পিতৃত্ব ও কর্তৃত্ব খ মাতৃত্ব ও কর্তৃত্ব
গ পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব ঘ দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩২. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহটি প্রচলিত? [ঢা. বো. '২৩; সি. বো. '২৪; ম. বো. '২৩]
ক ব্রাহ্মবিবাহ খ দৈববিবাহ
গ প্রাজাপাত্য বিবাহ ঘ গান্ধর্ব বিবাহ

৩৩. 'যদেতৎ হৃদয়ং তব' বিবাহানুষ্ঠানে এ মন্ত্র পাঠের উদ্দেশ্য কী? [দি. বো. '২৪]
ক এ মন্ত্রপাঠে পুরুষ-স্ত্রীর ভরণপোষণের প্রতিশ্রুতি দেয়
খ এ মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী সামাজিক স্বীকৃতি পায়
গ এ মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একাত্মতার সম্পর্ক গভীর হয়
ঘ এ মন্ত্রের মাধ্যমে নারী জননীরূপে লাভ করে মাতৃত্ব

৩৪. মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ তার নাম কী? [রা. বো. '২৩]
ক ব্রাহ্ম বিবাহ খ প্রাজাপত্য
গ গান্ধর্ব বিবাহ ঘ আর্ষ বিবাহ

৩৫. 'বিবাহ' শব্দের অর্থ হলো— [কু. বো. '২৩]
ক বিশেষ রূপে ভার বহন করা
খ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা
গ গুরুদায়িত্ব মাথায় নেওয়া
ঘ মনে প্রাণে মিলিত হওয়া

৩৬. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় কোন সংস্কারের মাধ্যমে? [সি. বো. '২৩]
ক সীমন্তোন্নয়ন খ উপনয়ন
গ সমাবর্তন ঘ বিবাহ

৩৭. মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ কোন প্রকারের? [দি. বো. '২৩]
ক ব্রাহ্ম বিবাহ খ দৈব বিবাহ
গ প্রাজাপত্য বিবাহ ঘ গান্ধর্ব বিবাহ

৩৮. সনাতন ধর্মে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? [ঘ. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৯]
ক সমাবর্তন খ জাতকর্ম
গ অন্নপ্রাশন ঘ বিবাহ

৩৯. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহটি বিশেষভাবে প্রচলিত? [ঘ. বো. '২৩]
ক দৈব খ ব্রাহ্ম
গ গান্ধর্ব ঘ প্রাজাপত্য

৪০. সমগ্র জীবনে যে দশটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনটি? [ঘ. বো. '২৩]
ক জাতকর্ম খ নামকরণ
গ অন্নপ্রাশন ঘ বিবাহ

৪১. শিপ্রা ও স্বপন পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের এই বিয়ে কোন প্রকারের? [সকল বোর্ড '১৯]
ক পৈশাচ খ ব্রাহ্ম
গ গান্ধর্ব ঘ প্রাজাপত্য

৪২. কাকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না?
ক মাতা খ পিতা
গ ভাই-বোন ঘ স্ত্রী

৪৩. বাহ্ ধাতুর অর্থ কী?
ক বাহিত হওয়া খ বাহন হওয়া
গ বহন করা ঘ বাঁধন

৪৪. 'বি' উপসর্গের অর্থ কী?
ক বিদ্যা খ বিশেষ
গ বিধি ঘ বিশেষরূপে

৪৫. স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় কয় প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে?
ক ৫ প্রকার খ ৬ প্রকার
গ ৭ প্রকার ঘ ৮ প্রকার

৪৬. কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে যে কন্যাদান তাকে বলা হয়—
ক আর্ষ বিবাহ খ প্রাজাপত্য বিবাহ
গ গান্ধর্ব বিবাহ ঘ দৈব বিবাহ

৪৭. গান্ধর্ব বিবাহ বলতে যা বোঝায়—
ক নারীপুরুষ পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ
খ বরকে আমন্ত্রণ করে যে বিবাহ
গ বরের বাড়িতে কন্যাকে এনে যে বিবাহ
ঘ কনের বাড়িতে বিবাহ

৪৮. পিতৃত্ব বলতে যা বোঝায়—
ক সন্তানের পিতা হওয়া খ পিতার সন্তান হওয়া
গ পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ঘ পিতার প্রতি ভালোবাসা

৪৯. নারী জননীরূপে যা লাভ করে—
ক পিতৃত্ব খ ভ্রাতৃত্ব
গ মাতৃত্ব ঘ একটিও না

৫০. সংসার গড়ে ওঠার মাধ্যম কোনটি?
ক অর্থ খ সম্পদ
গ সম্মান ঘ বিবাহ

৫১. বিবাহের মাধ্যমে— [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
i. নতুন জীবনের পথচলা শুরু হয়
ii. নারী মাতৃত্ব লাভ করে
iii. সামাজিক বন্ধন তৈরি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫২. বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর যে দায়িত্ব পালন করতে হয়—
i. ভরণপোষণ করা
ii. মান ও সম্ভ্রম রক্ষা করা
iii. উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫৩. হিন্দু বিবাহের বিধিবিধান—
i. শাস্ত্রীয়
ii. স্ত্রী-আচার
iii. বরাচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ i, ii ও iii ঘ ii ও iii

৫৪. শুভলগ্নে যাদেরকে স্বাক্ষী রেখে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়—
i. নারায়ণ ও অগ্নি
ii. গুরু ও পুরোহিত
iii. আত্মীয় ও আমন্ত্রিত অতিথি
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সমীর ও সীমা পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। [ঢা. বো. '২৪]

৫৫. সমীর ও সীমা যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, সে সংস্কারটির মাধ্যমে—
i. পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব এবং নারী লাভ করে মাতৃত্ব
ii. স্ত্রী হয় স্বামীর সহধর্মিণী
iii. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫৬ ও ৫৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুমন ও রোমা পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। [ঘ. বো. '২৪]

৫৬. সুমন ও সোমার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহের নাম কী?
(ক) ব্রাহ্ম (খ) আর্ষ
ঘ (গ) রাক্ষস (ঘ) গান্ধর্ব

৫৭. সুমন এবং সোমার মধ্যে অনুষ্ঠিত সংস্কারটির মাধ্যমে—
i. মানব মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়
ii. সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়
iii. পুরুষ লাভ করে পিতৃত্ব এবং নারী লাভ করে মাতৃত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫৮ ও ৫৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিমুল ও শিলা পরস্পর শপথ করে মাল্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অন্যদিকে, জয় ও জয়িতার অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন মিলে তাদের বিয়ে দেন। বিয়েতে বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীরা উপস্থিত ছিল। [ঢা. বো. '২৩]

৫৮. শিমুল ও শিলার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিবাহের নাম কী?
(ক) ব্রাহ্ম (খ) আর্ষ
ঘ (গ) রাক্ষস (ঘ) গান্ধর্ব

৫৯. জয় ও জয়িতার সংস্কারটির গুরুত্ব হলো—
i. মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হয়
ii. সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়
iii. পরিবার গড়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬০ ও ৬১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুবর্ণার বিবাহ নিয়ে তার বাবা দুশ্চিন্তায় আছেন। ভালো ছেলে পেয়েছেন, কিন্তু পর্যাপ্ত টাকা হাতে নেই। তারপরও সাধ্যমত চেষ্টা করেন যেন মেয়ে সুখে থাকে। [সকল বোর্ড '১৮]

৬০. সুবর্ণার বিবাহ কোন রীতি অনুসারে হয়?
(ক) গান্ধর্ব (খ) দৈব
ঘ (গ) প্রাজাপাত্য (ঘ) ব্রাহ্ম

৬১. উক্ত বিবাহ দ্বারা—
i. পুরুষ সন্তানের জনক হয়
ii. নারী জননীরূপে লাভ করে মাতৃত্ব
iii. মানব মনের সুকুমার বৃত্তি বিকশিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬২ ও ৬৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নরেন বাবু তাঁর সন্তানদের সকল সংস্কারের শিক্ষা দিয়েছেন। হাতেখড়ি, সমাবর্তন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, জাতকর্ম এগুলোর সুফল বর্ণনা করেছেন। [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]

৬২. কোন সংস্কার শ্রেষ্ঠ?
(ক) সমাবর্তন (খ) জাতকর্ম
গ (গ) বিবাহ (ঘ) নামকরণ

৬৩. কাকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মকার্যই সম্পন্ন হয় না?
(ক) স্ত্রীকে (খ) বোনকে
গ (গ) মাকে (ঘ) বাবাকে

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
স্নাতক পরীক্ষার পর রুনুর বাবা-মা তার বিয়ের দিন ধার্য করে। ঐদিন রুনুকে বহুমূল্য বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে তার বাবা তাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন। [বরিশাল জিলা স্কুল]

৬৪. রুনুর কোন ধরনের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে?
(ক) ব্রাহ্ম বিবাহ (খ) আর্ষ বিবাহ
গ (গ) গান্ধর্ব বিবাহ (ঘ) রাক্ষস বিবাহ

৬৫. উক্ত বিবাহ আয়োজনে যা থাকে—
i. শুভলগ্নে নারায়ণ ও অগ্নিকে সাক্ষী
ii. উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি
iii. গুরু ও আমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৫৩

৬৬. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি?
[ঢা. বো. '২৪; রা. বো. '২৪, '২৩; য. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]
(ক) মালাবদল (খ) বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
ঘ (গ) গাত্র হরিদ্রা (ঘ) সম্প্রদান

৬৭. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহ শুদ্ধিকরণ হয়? [রা. বো. '২৪]
(ক) অধিবাস (খ) যজ্ঞানুষ্ঠান
ঘ (গ) সম্প্রদান (ঘ) গায়ে হলুদ

৬৮. "দেহ শুদ্ধিকরণ" অনুষ্ঠান হলো— [সি. বো. '২৪]
(ক) সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন (খ) সাতপাকে বাঁধা
গ (গ) গায়ে হলুদ (ঘ) মালা বদল

৬৯. যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি কোন দিকে মুখ হয়ে বসেন? [কু. বো. '২৩]
(ক) পূর্ব (খ) পশ্চিম
গ (গ) উত্তর (ঘ) দক্ষিণ

৭০. এয়োস্ত্রী বলতে যা বোঝায়— [সকল বোর্ড '১৬]
(ক) সধবা (খ) ষাটোর্ধ মহিলা
ক (গ) বিধবা (ঘ) কিশোরী

৭১. বর-কনেকে গায়ে হলুদ দেয়া হয় কেন?
[বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]
(ক) সৌভাগ্যের প্রতীক বলে (খ) ত্বক সুন্দর করার জন্য
ক (গ) গাত্রবর্ণ হলুদ করার জন্য (ঘ) হলুদ স্বাস্থ্যকর

৭২. হিন্দু বিবাহ কী?
(ক) চুক্তি (খ) অঙ্গীকার
গ (গ) সংস্কারমূলক অধ্যায় (ঘ) আইন

৭৩. বিয়ের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানকে আর কী বলা হয়?
(ক) বিবাহ বার্তা (খ) বিবাহ সংকেত
গ (গ) পাকাকথা (ঘ) অধিবাস

৭৪. বরপক্ষের আশীর্বাদকে আঞ্চলিক ভাষায় বলে—
(ক) ধান-দূর্বা (খ) ধান-বস্ত্র
গ (গ) স্বর্ণ বস্ত্র (ঘ) দূর্বা-বস্ত্র

৭৫. হিন্দু সমাজে অধিবাস আচারটি বিবাহের কয়দিন পূর্বে পালিত হয়?
(ক) একদিন (খ) দুদিন
ক (গ) তিন দিন (ঘ) চার দিন

৭৬. অধিবাসের দিন বর ও কনে যা আহার করে—
(ক) শুধু দুধ (খ) মধু ও বাদাম
ঘ (গ) মাছ-মাংস (ঘ) নিরামিষ

৭৭. অধিবাসের সময় হলে কারা বর-কনেকে হলুদ মাখায়?
(ক) বিধবারা (খ) এয়ো স্ত্রীগণ
খ (গ) যুবতীরা (ঘ) কিশোরীরা

৭৮. অধিবাসে বরের কোমরে যা পরানো হয়–
ক নীল সুতা খ লাল সুতা
গ সাদা সুতা ঘ হলুদ সুতা

৭৯. অধিবাসের সমগ্র আচারের মধ্যে কার ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবন ও কল্যাণ বিদ্যমান?
ক বরের খ কনের
গ বর-কনের ঘ সব মানুষের

৮০. বিবাহ উপলক্ষ্যে কর-কনে উভয় কর্তৃক উভয়ের পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয়–
ক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ খ পিতৃশ্রাদ্ধ
গ ভক্তিশ্রাদ্ধ ঘ মাতৃশ্রাদ্ধ

৮১. যে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়–
ক আশীর্বাদ খ অধিবাস
গ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ঘ গায়ে হলুদ

৮২. গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক বোনের বাড়িতে খ কনের বাড়িতে
গ বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে ঘ মন্দিরে

৮৩. অধিবাসের পর পরই যে অনুষ্ঠানটি করতে হয়–
ক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ খ শুভদৃষ্টি
গ আশীর্বাদ ঘ গায়ে হলুদ

৮৪. গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানটি কোন অনুষ্ঠানের একটি অংশ?
ক আশীর্বাদ খ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
গ শুভদৃষ্টি ঘ অধিবাস

৮৫. গায়ে হলুদ মূলত কী অনুষ্ঠান?
ক দেহ শুদ্ধিকরণ খ মন শুদ্ধিকরণ
গ বিবাহের প্রস্তুতি গ্রহণ ঘ দেহকে হলদেকরণ

৮৬. বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুভক্ষণে ঈশ্বরের যে শুভদৃষ্টি পতিত হয়েছিল কোন বিবাহে আজও তার প্রচলন রয়ে গেছে?
ক হিন্দু বিবাহে খ মুসলিম বিবাহে
গ বৌদ্ধ বিবাহে ঘ শিখ বিবাহে

৮৭. শুভদৃষ্টি পর্ব কোনটি?
ক বর-কনের কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করা
খ পিতা-পুত্র কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করা
গ মা-মেয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করা
ঘ আত্মীয়-স্বজন কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করা

৮৮. পর পর কয়বার বর-কনে পরস্পরের মালা বদল করে?
ক ৩ বার খ ৫ বার
গ ৭ বার ঘ ৯ বার

৮৯. সম্প্রদান পর্বে বরকে কোন মুখী হয়ে বসতে হয়?
ক উত্তরমুখী খ দক্ষিণমুখী
গ পূর্বমুখী ঘ পশ্চিমমুখী

৯০. সম্প্রদান অনুষ্ঠানে বর-কনেকে মুখোমুখি বসাতে গিয়ে কনেকে কোনমুখী করে বসাতে হয়?
ক দক্ষিণমুখী খ পশ্চিমমুখী
গ উত্তরমুখী ঘ পূর্বমুখী

৯১. সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে কী আকারের যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়?
ক চক্রাকার খ আয়তাকার
গ ত্রিভুজাকার ঘ বর্গাকার

৯২. সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি যা লাভ করে–
ক বিশুদ্ধ নবজীবন খ অগ্নিদেবের নৈকট্য
গ পুরোহিতের আশীর্বাদ ঘ বাবা-মার আশীর্বাদ

৯৩. যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে কার কাছে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে?
ক পুরোহিত খ অগ্নিদেব
গ বায়ুদেব ঘ শিবের

৯৪. কখন বর-কনের সিঁথিতে সিঁদুর পড়িয়ে দেয়?
ক বর-বরণ শেষে
খ শুভদৃষ্টির শেষে
গ মালাবদলের শেষে
ঘ সম্প্রদান পর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে

৯৫. একজন হিন্দু রমণীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি?
ক আশীর্বাদ
খ শুভদৃষ্টি
গ সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পড়ানো
ঘ মালাবদল

৯৬. স্বামীর জীবিতাবস্থায় কারা সিঁথিতে সিঁদুর পড়তে পারে?
ক হিন্দু রমণীরা খ খ্রিষ্টান রমণীরা
গ বৌদ্ধ রমণীরা ঘ শিখ রমণীরা

৯৭. সোহাগজল অনুষ্ঠানে নবদম্পতিকে ঘরে নিয়ে মুকুট সাজে সজ্জিত করে কোথায় বসানো হয়?
ক মাটিতে খ চৌকিতে
গ পাটিতে ঘ পিঁড়িতে

৯৮. সোহাগজল অনুষ্ঠানে স্বামীর বাম পাশে বসে–
ক পুরোহিত খ অগ্নিদেবতা
গ এয়ো রমণী ঘ স্ত্রী

৯৯. সোহাগজল অনুষ্ঠানে সরাজাতীয় কিসের পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল দেওয়া হয়?
ক পিতলের খ মাটির
গ লোহার ঘ কাঁচের

১০০. বিয়ের আগের দিন এয়োস্ত্রী নারীরা কয় ঘাট ঘুরে জল এনে সযত্নে রেখে দেন?
ক তিন ঘাট খ পাঁচ ঘাট
গ সাত ঘাট ঘ নয় ঘাট

১০১. সরার পবিত্র জল সকলের মাথায় ও বুকে ছিটিয়ে যা করা হয়–
ক আদর খ সোহাগ
গ আশীর্বাদ ঘ ভালোবাসা

১০২. স্থানভেদে সোহাগজলের অপর নাম কী?
ক আশীজল খ নবজল
গ লক্ষ্মীজল ঘ শান্তিজল

১০৩. বিয়ের পরদিন যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলে–
ক চূড়ান্ত পর্ব খ কনে-বরণ
গ বাসি বিয়ে ঘ আনন্দ পর্ব

১০৪. বাসি বিয়েতে কয় পুকুরের জল এনে বর-কনেকে স্নান করানো হয়?
ক তিন পুকুর খ পাঁচ পুকুর
গ সাত পুকুর ঘ দুশ পুকুর

১০৫. বাসি বিয়ের দিন কাদের মধ্যে স্বর্ণের আংটি নিয়ে লোকোচুরি খেলা হয়?
ক বর-কনে খ সধবা-বিধবা
গ যুবক-যুবতী ঘ কিশোর-কিশোরী

১০৬. সাধারণত বিয়ের তৃতীয় দিনে যে অনুষ্ঠানটি হয় তার নাম কী?
ক সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন খ সোহাগজল
গ বাসি বিয়ে ঘ বৌ-ভাত

১০৭. বৌ-ভাত বলতে যা বোঝায়–
ক বৌয়ের জন্য রান্না করা ভাত খ বৌয়ের জন্য পরিবেশিত ভাত
গ বৌয়ের জন্য সংরক্ষিত ভাত ঘ বৌ কর্তৃক পরিবেশিত ভাত

১০৮. বৌভাত অনুষ্ঠান গমগমে হয়ে ওঠে কেন?
ক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের জন্য
খ আত্মীয়স্বজন ও এলাকাবাসীর আগমনের জন্য
গ উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির জন্য
ঘ একটিও না

১০৯. বৌভাত অনুষ্ঠানে নববধূ যাকে ভাত পরিবেশন করে–
ক শ্বশুর খ শাশুড়ি
গ আত্মীয়স্বজন ঘ সবকটি

১১০. পণ বলতে যা বোঝায়–
ক কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে দেয়া অর্থ বা সম্পদ
খ কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষের মোট খরচ
গ কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় কনে পক্ষের মোট খরচ
ঘ কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় আত্মীয়-স্বজনের দেওয়া উপঢৌকন

১১১. পণ প্রথার অপর নাম কোনটি?
ক অর্থ প্রথা খ সম্পদ প্রথা
গ স্বার্থ প্রথা ঘ যৌতুক প্রথা

১১২. পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই হচ্ছে–
ক সমান ন্যায় খ সমান সম্মানের
গ সমান অসম্মানের ঘ সমান অপরাধ
ঘ

১১৩. বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কোনটি তেমন নেই?
ক বিবাহ প্রথা খ পণপ্রথা
গ আশীর্বাদ প্রথা ঘ মালাবদল প্রথা
খ

১১৪. মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা কোন প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে?
ক পণপ্রথা খ বিবাহ প্রথা
গ সোহাগজল প্রথা ঘ আশীর্বাদ প্রথা
ক

১১৫. যৌতুক বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে কেন?
ক যৌতুক প্রথা নির্মূল করার জন্য
খ আশীর্বাদ প্রথা নির্মূল করার জন্য
গ সোহাগজল প্রথা নির্মূল করার জন্য
ঘ বৌভাত প্রথাকে অর্থবহ করার জন্য
ক

১১৬. যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত করতে– [দি. বো. '২০]
i. মন মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে
ii. নারীকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে
iii. জীবনমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১১৭. পণ প্রথা নির্মূলে প্রয়োজন– [সকল বোর্ড '১৯]
i. নারী শিক্ষা
ii. গণসচেতনতা
iii. সুশাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১১৮. বিয়ের দশদিনের মধ্যে যে কোনো একদিন নববধূকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়াকে বলে– [নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
i. অষ্টমঙ্গলা
ii. দ্বিরাগমন
iii. অষ্টদুর্গা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

১১৯. গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে বড়রা যা দিয়ে আশীর্বাদ করেন–
i. ধান
ii. দূর্বা
iii. জল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

১২০. গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে ছোটরা নমস্কার করে হলুদ মাখিয়ে দেয়–
i. গালে
ii. কপালে
iii. হাতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১২১. বরকে পিঁড়িতে বা আসনে বসানোর আগে কনে পক্ষের লোকজন বরকে বরণ করে–
i. বরণ-কুলা দিয়ে
ii. ফুল-মালা দিয়ে
iii. প্রজ্বলিত ঘৃত প্রদীপ দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১২২. সম্প্রদান কর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে যে পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন–
i. উলুধ্বনি
ii. শঙ্খধ্বনি
iii. আনন্দঘন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১২৩. বিবাহ আসরের চারদিকে সাতবার ঘোরে–
i. বর
ii. কনে
iii. দেবপুরোহিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

১২৪. আমাদের দেশে অনেক স্থানে হিন্দু রমণীর সিঁথিতে সিঁদুর পড়ানো হয়–
i. গায়ে হলুদের দিন
ii. আশীর্বাদের দিন
iii. বাসি বিয়ের দিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

১২৫. বাসী বিয়ের দিন বাড়ির উঠানে তৈরি করা হয়–
i. বেদী
ii. নকল পুকুর
iii. নকল জঙ্গল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

১২৬. বৌভাতে আগমন করে–
i. আত্মীয়স্বজন
ii. এলাকাবাসী
iii. বিদেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
খ

১২৭. পণ বা যৌতুক প্রথার মূলে রয়েছে–
i. অশিক্ষা
ii. অসচেতনতা
iii. পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

১২৮. পণ বা যৌতুক প্রথার মতো জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার–
i. পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
ii. সামাজিক প্রতিরোধ
iii. ঘন ঘন সালিস দরবার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ক

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১২৯ ও ১৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জয়ীর বিবাহ উপলক্ষ্যে তাদের বাড়িতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ছোট-বড় সবাই মিলে এক প্রকার রং-এর গুড়ো মাখিয়ে দেয় এবং বড়রা আশীর্বাদ করে। অন্যদিকে দীনেশের বিয়েতে তার বাবা নগদ অর্থ দাবি করায় তার বিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু দীনেশ বাবার কথা অমান্য করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। [রা. বো. '২০]

১২৯. জয়ীদের বাড়িতে যে অনুষ্ঠান হয় সেটি বিবাহের কোন পর্বের অন্তর্গত?
ক গায়ে হলুদ খ সম্প্রদান
গ মালাবদল ঘ সাতপাকে বাঁধা
ক

১৩০. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথা নির্মূল করতে করণীয়–
i. নারীকে শিক্ষিত করা
ii. সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা
iii. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৩১ ও ১৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পম্পা এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে ঘুরে ঘুরে প্রণাম করে। অন্যদিকে অখিলের বাবার দেহত্যাগ করলে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে দাহ করতে নিয়ে যায়। [ব. বো. '২০]

১৩১. পম্পাকে ঘিরে বিবাহের কোন পর্বটি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক মালাবদল খ সাতপাকে বাঁধা
গ সম্প্রদান ঘ গায়ে হলুদ
খ

১৩২. অখিলের কর্মকান্ডের ফলে–
i. মন পবিত্র হয়
ii. মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি হয়
iii. সামাজিক বন্ধনে বাধাপ্রাপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩৩ ও ১৩৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
পপিকে হলুদ শাড়ি পড়িয়ে পাটির উপর বসানো হয়েছে। ছোটবড় সবাই এসে তার শরীরে হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছে এবং আশীর্বাদ করছে।

১৩৩. পপিকে হলুদ মাখানোর কারণ কী?
(ক) সৌন্দর্য বৃদ্ধি
(খ) গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের জন্য
(গ) সুস্থতা লাভ
খ (ঘ) শুভদৃষ্টির জন্য

১৩৪. উক্ত অনুষ্ঠানটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হতে পারে–
i. দেহ পুষ্টিকরণ
ii. নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা
iii. সামাজিকতা রক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৫৫

১৩৫. ইষ্টি শব্দের অর্থ কী? [কু. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৫]
(ক) যজ্ঞ (খ) মধ্য
ক (গ) শেষ (ঘ) প্রান্ত

১৩৬. সাধারণত মৃতদেহের মুখাগ্নি করেন কে? [চ. বো. '২৩]
(ক) স্ত্রী (খ) জ্যেষ্ঠপুত্র
খ (গ) বাবা (ঘ) ছোটপুত্র

১৩৭. কয়টি শব্দ মিলে 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দটি গঠিত?
(ক) একটি (খ) দুটি
খ (গ) তিনটি (ঘ) চারটি

১৩৮. 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ কী?
(ক) গভীর (খ) মিল
ঘ (গ) পরমিল (ঘ) শেষ

১৩৯. 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের অর্থ কোনটি?
(ক) ভাগ্যবরণ (খ) শেষযাত্রা
ঘ (গ) কপাল পোড়া (ঘ) শেষযজ্ঞ

১৪০. শেষযজ্ঞ বলতে যা বোঝায়–
(ক) অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া
(খ) মুমূর্ষু অবস্থায় চিকিৎসা
(গ) শেষ বয়সে তীর্থযাত্রা
ক (ঘ) শেষ চিকিৎসা নেওয়া

১৪১. মৃত্যু বলতে যা বোঝায়–
(ক) দেহের সাথে আত্মার যোগসাজশ
(খ) জীবনের শেষ মুহূর্ত
(গ) দেহকে আত্মার বহির্গমন
গ (ঘ) একটিও না

১৪২. মৃত্যুর পর দেহটিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?
(ক) নদীর তীরে (খ) পুকুর পাড়ে
ঘ (গ) খোলা মাঠে (ঘ) শ্মশানে

১৪৩. শ্মশানে মৃতদেহের মাথা কোন দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়?
(ক) উত্তর (খ) দক্ষিণ
খ (গ) পূর্ব (ঘ) পশ্চিম

১৪৪. মৃতের দাহ শেষ হলে দ্বাদশ আঙুলি পরিমিত আমকাঠ নিয়ে কয়বার চিতা প্রদক্ষিণ করতে হয়?
(ক) তিনবার (খ) পাঁচবার
গ (গ) সাতবার (ঘ) দশবার

১৪৫. মৃতের দাহ শেষে শ্মশান বন্ধুগণ প্রত্যেকে তিন বা সাত কলস জল দিয়ে কোনটি করবেন?
(ক) গোসল
(খ) হাত ধৌত
(গ) চিতার আগুন নিভিয়ে দেবেন
গ (ঘ) মুখ ধৌত

১৪৬. শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে কেন?
(ক) পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য
(খ) অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য
(গ) সৎকারের শিক্ষা গ্রহণের জন্য
ক (ঘ) পরকালের জন্য

১৪৭. শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যে ধরনের বিধিবিধান–
(ক) রাজনৈতিক (খ) উদারনৈতিক
ঘ (গ) সামাজিক (ঘ) ধর্মীয়

১৪৮. মৃতদেহের গায়ে যা মেখে তাকে স্নান করানো হয়–
i. তেল
ii. কাঁচা হলুদ
iii. সুগন্ধি
নিচের কোনটি সঠিক?
গ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪৯ ও ১৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সিদ্ধার্থ রায়ের মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে বাবার মৃতদেহকে নতুন কাপড় পরিয়ে দেয়। কপালে চন্দন দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়।

১৪৯. সিদ্ধার্থ রায়ের চিতা সাজানো হয় কোন কাঠ দিয়ে?
(ক) আম কাঠ (খ) নিম কাঠ
ক (গ) কাঁঠাল কাঠ (ঘ) জাম কাঠ

১৫০. উক্ত কাজটির মাধ্যমে–
i. ধর্মীয় বিধি পালন করা হয়
ii. সামাজিক বিধান রক্ষা হয়
iii. মৃত দেহের সৎগতি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অশৌচ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৫৭

১৫১. পিতা-মাতা বা জ্ঞাতির মৃত্যুতে আমরা কী পালন করি? [কু. বো. '২৪]
(ক) শ্রাদ্ধ (খ) অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
ঘ (গ) দাহ ক্রিয়া (ঘ) অশৌচ

১৫২. অশৌচ পালন করা হয় কেন? [চ. বো. '২৪]
(ক) দাহকার্যে নিয়োজিত সকলে পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য
(খ) মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা
(গ) পূর্ব পুরুষের প্রতি শ্রাদ্ধ তর্পণ করা
খ (ঘ) মৃত ব্যক্তির পরিবারের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য

১৫৩. টিটু তার ভাইয়ের মৃত্যুতে ৩০ দিন নিরামিষ খেয়ে অশৌচ পালন করল। টিটুর কর্মটিকে বলা হয়– [দা. বো. '২৩; ব. বো. '২৪]
(ক) জননাশৌচ (খ) মরণাশৌচ
খ (গ) আদ্যশ্রাদ্ধ (ঘ) বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ

১৫৪. অশৌচ পালনের মাধ্যমে— [দা. বো. '২৩]
(ক) মন ধীরে ধীরে শান্ত হয়
(খ) সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়
(গ) জাগতিক উন্নতি হয়
ক (ঘ) পারিবারিক বিশৃঙ্খলা হয়

১৫৫. কত পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান? [য. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]
(ক) পঞ্চম (খ) ষষ্ঠ
গ (গ) সপ্তম (ঘ) অষ্টম

১৫৬. মাতাপিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে যা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়— [কু. বো. '২৩]
(ক) দুধ ও মধু (খ) নিরামিষ
ঘ (গ) দুধ ও রুটি (ঘ) ফলফলাদি

১৫৭. কত পুরুষ পর্যন্ত জননাশৌচ ও মরণাশৌচ পালনের বিধান আছে? [য. বো. '২৩]
ক সপ্তম পুরুষ খ ষষ্ঠ পুরুষ
গ পঞ্চম পুরুষ ঘ চতুর্থ পুরুষ
উত্তর: ক

১৫৮. ত্রিলোকের বাবার মৃত্যুতে ত্রিলোক ১২ দিন অশৌচ পালনের মধ্যে দিয়ে শ্রাদ্ধ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ত্রিলোককে অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে কোন বর্ণের লোক বলা যায়? [দি. বো. '২৩]
ক ব্রাহ্মণ খ ক্ষত্রিয়
গ বৈশ্য ঘ শূদ্র
উত্তর: খ

১৫৯. অশৌচ কয় প্রকার? [সকল বোর্ড '১৬]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ
উত্তর: ক

১৬০. 'অশৌচ' শব্দের অর্থ কী? [সকল বোর্ড '১৬]
ক নিরামিষ আহার খ শুচিতা
গ শুচিতার অভাব ঘ অপরিষ্কার
উত্তর: গ

১৬১. পিতামাতা বা জ্ঞাতির মৃত্যুতে আমাদের হয়— [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক শ্রাদ্ধ খ অন্ত্যেষ্টি
গ দাহ ঘ অশৌচ
উত্তর: ঘ

১৬২. শৌচ কয় প্রকার? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫
উত্তর: ক

১৬৩. 'শৌচ' শব্দের অর্থ কী?
ক রুচিতা খ শুচিতা
গ একাগ্রতা ঘ উদারতা
উত্তর: খ

১৬৪. মাতাপিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয় কেন?
ক শোকাচ্ছন্ন চিত্ত সাধনভজনের উপযোগী থাকে না বলে
খ ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করতে হয় বলে
গ কঠোর সংযম পালন করতে হয় বলে
ঘ তীর্থযাত্রা থেকে বিরত থাকতে হয় বলে
উত্তর: ক

১৬৫. মাতাপিতার মৃত্যুর পর অশৌচ কালে যা খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়—
ক দুধ ও মধু খ নিরামিষ
গ ডাল-ভাত ঘ ফলফলাদি
উত্তর: ঘ

১৬৬. পিণ্ডকে যা বলা হয়—
ক সম্পূরক পিণ্ড খ অপূরক পিণ্ড
গ পূরক পিণ্ড ঘ সবকটি
উত্তর: গ

১৬৭. পূরক পিণ্ড দিতে হয় মোট কয়টি?
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি
উত্তর: ঘ

১৬৮. জননাশৌচ বলতে যা বোঝায়—
ক জন্মগ্রহণজনিত অশৌচ খ মৃত্যুজনিত অশৌচ
গ অসুস্থতাজনিত অশৌচ ঘ বিবাহজনিত অশৌচ
উত্তর: ক

১৬৯. মৃত্যুর পর যে অশৌচ হয় তার নাম কী?
ক জন্মাশৌচ খ মরণাশৌচ
গ শ্মশানাশৌচ ঘ সবকয়টি
উত্তর: খ

১৭০. অশৌচ পালনের ফলে— [দি. বো. '২৪]
i. মন ধীরে ধীরে স্থির হয়
ii. মনে শান্তি ফিরে আসে
iii. মন শোকে আচ্ছন্ন হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

১৭১. 'অশৌচ' নির্দেশ করে— [য. বো. '২৩]
i. শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব
ii. শোকে আচ্ছন্ন হওয়া
iii. চিত্তে সাধন-ভজনে অনুপোযোগী হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

১৭২. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর পিণ্ডদান করতে হয়— [চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল]
i. দ্বিতীয় দিনে
ii. চতুর্থ দিনে
iii. দশম দিনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

১৭৩. মূলত জাতি বা বর্ণভেদ হলো— [কুমিল্লা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. বংশগত
ii. গুণগত
iii. কর্মগত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: খ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭৪ ও ১৭৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিক্রম তার বাবা মারা যাবার কারণে মাথা মুণ্ডন করে নতুন বস্ত্র পরিধান করেছে। সে দশ দিন যাবৎ নিরামিষ ভোজন করছে। [কু. বো. '২৩]

১৭৪. বিক্রম ধর্মের কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করছে?
ক অশৌচ খ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
গ আদ্যশ্রাদ্ধ ঘ জন্মশৌচ
উত্তর: ক

১৭৫. উক্ত কাজটি বিক্রমকে সাহায্য করবে—
i. পবিত্রতা অর্জনে
ii. মনের প্রশান্তি আনতে
iii. শাস্ত্রীয় বিধান পালনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৬ ও ১৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুখময় বাবুর মৃত্যুতে তার বড় ছেলে দীনেশ মাথা মুণ্ডন করে নতুন বস্ত্র পরিধান করেছে। সে দশদিন যাবৎ নিরামিষ ভোজন করছে। [পাবনা জেলা স্কুল]

১৭৬. দীনেশ ধর্মের কোন আনুষ্ঠানিকতা পালন করছে?
ক অশৌচ খ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া
গ আদ্যশ্রাদ্ধ ঘ জন্মাশৌচ
উত্তর: ক

১৭৭. উক্ত কাজটি দীনেশকে সাহায্য করবে—
i. পবিত্রতা অর্জনে
ii. মনে প্রশান্তি আনতে
iii. শাস্ত্রীয় বিধিবিধান পালনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৮ ও ১৭৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অমলবাবুর মা গতকাল মারা গেছেন। তারা ক্ষত্রিয় বর্ণের। তাদের পরিবারে এখন অশৌচ পালন চলেছে। [বগুড়া সরকারি পার্বতী হাই স্কুল]

১৭৮. অমল বাবু কতদিন অশৌচ পালন করবে?
ক ১৫ খ ১২
গ ১০ ঘ ৮
উত্তর: খ

১৭৯. অমল বাবুর অশৌচ পালনের কারণ-
i. মন শোকে আচ্ছন্ন তাই
ii. মন বিচলিত, ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রতা আসে না
iii. মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

আদ্যশ্রাদ্ধ

▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৫৮

১৮০. আদ্যশ্রাদ্ধে কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠের বিধান রয়েছে? [ঢা. বো. '২৪]
ক শ্রীগীতা খ রামায়ণ
গ শ্রী চণ্ডী ঘ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
[বি. দ্র. ক ও ঘ দুটোই সঠিক]

১৮১. শ্রাদ্ধের প্রবর্তক কে? [কু. বো. '২৪]
ক একলব্য খ বিশ্বামিত্র
গ কপিল ঘ নিমি
উত্তর: ঘ

১৮২. আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম কী? [ঘ. বো. '২৪]
ক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ
খ নারীমুখ শ্রাদ্ধ
গ আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ
ঘ সাংবৎসরিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ

১৮৩. "চাতুর্বর্ন্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ"— এ বাণীটি কে করেছেন? [দ. বো. '২৩]
ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খ শিব
গ ত্রিনয়না ঘ দেবী

১৮৪. "চতুর্বর্নং ময়াসৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ" কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? [চ. বো. '২৩]
ক শ্রী শ্রী চণ্ডী খ শ্রী শ্রী গীতা
গ রামায়ণ ঘ পুরাণ

১৮৫. 'তমঃ' গুণ দ্বারা প্রভাবিত কোন বর্ণের লোক? [সকল বোর্ড '১৯]
ক ব্রাহ্মণ খ ক্ষত্রিয়
গ বৈশ্য ঘ শূদ্র

১৮৬. ব্রাহ্মণ বর্ণের কোনো ব্যক্তি সোমবারে মৃত্যুবরণ করলে কোন দিন তার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হবে? [সকল বোর্ড '১৯]
ক বুধবার খ বৃহস্পতিবার
গ সোমবার ঘ মঙ্গলবার

১৮৭. ব্রাহ্মণ সন্তান তমঃগুণে প্রভাবিত হলে সে কোন বর্ণ বলে গণ্য হয়? [সকল বোর্ড '১৭]
ক ব্রাহ্মণ খ ক্ষত্রিয়
গ বৈশ্য ঘ শূদ্র

১৮৮. রিপনের বাবার মৃত্যুর পর শাস্ত্রীয় নিয়মে অশৌচান্তের পরের দিন প্রথম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এখানে কোন অনুষ্ঠান পালনের কথা বলা হয়েছে? [সকল বোর্ড '১৭]
ক জননাশৌচ খ মরণাশৌচ
গ আদ্যএকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ঘ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

১৮৯. দত্তাত্রেয় মুণির পুত্রের নাম হলো— [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক মানি খ মিনি
গ নিমা ঘ নিমি

১৯০. 'শ্রাদ্ধা' শব্দের সঙ্গে কোন প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত?
ক অন্ খ ইস্
গ হন্ ঘ ধা

১৯১. শ্রাদ্ধ বলতে যা বোঝায়—
ক শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করা খ বহুলোকের ভোজন আয়োজন
গ প্রসাদ বিতরণ ঘ সবকয়টি

১৯২. কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয়—
ক পূতশ্রাদ্ধ খ মঙ্গল শ্রাদ্ধ
গ আদ্যশ্রাদ্ধ ঘ সবকয়টি

১৯৩. কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন দেখতে এসে কার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে?
ক পুরোহিতের খ অগ্নিদেবের
গ মৃত ব্যক্তির ঘ নিজেদের

১৯৪. মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে আত্মীয়-স্বজনদের মিলনমেলা হয় কেন?
ক সবাই আসেন বলে
খ পূর্ব থেকে আয়োজন থাকে বলে
গ মৃতের বাড়িতে আমন্ত্রণ পায় বলে
ঘ একটিও না

১৯৫. মৃতের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসার ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে যা অঙ্কুরিত হয়—
ক আন্তরিকতার বীজ খ সামাজিকতার বীজ
গ ধার্মিকতার বীজ ঘ শিক্ষার বীজ

১৯৬. 'গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমিই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি"— কে বলেছেন?
ক স্বামী বিবেকানন্দ খ শ্রীচৈতন্য
গ শ্রী বলরাম ঘ শ্রীকৃষ্ণ

১৯৭. কোন গুণে প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানকেও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারেন?
ক বিনয় খ ভদ্র
গ নম্র ঘ সত্ত্বগুণ

১৯৮. তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে কে শূদ্র বলে গণ্য হবেন?
ক ক্ষত্রিয় সন্তান খ ব্রাহ্মণ সন্তান
গ বৈশ্য সন্তান ঘ শূদ্র সন্তান

১৯৯. আদ্যশ্রাদ্ধে পূজা হয়— [ঢা. বো. '২৩]
i. ভূস্বামীর
ii. মহেশ্বর
iii. যজ্ঞেশ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০০. আদ্যশ্রাদ্ধে করণীয়— [রা. বো. '২৩]
i. শ্রদ্ধার সাথে দান করা
ii. মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া
iii. বাস্তুপুরুষের পূজা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০১. "চাতুর্বর্ন্যমেয়া সৃষ্টংগুণকর্মবিভাগশ" এই উক্তি দ্বারা আমাদের সমাজে কী হয়েছে? [সি. বো. '২৩]
i. চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে
ii. চারটি কর্মের সৃষ্টি হয়েছে
iii. চারটি গুণের সৃষ্টি হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii

২০২. আদ্যশ্রাদ্ধ করা হয়— [ঘ. বো. '২৩]
i. মৃত ব্যক্তির স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য
ii. মৃত ব্যক্তির আপনজনদের শান্তি কামনার জন্য
iii. প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনদের দান করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৩. ধর্মীয় দিক ছাড়া আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব যথেষ্ট—
i. পারিবারিক ক্ষেত্রে
ii. সামাজিক ক্ষেত্রে
iii. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ i, ii ও iii ঘ ii ও iii

২০৪. মূলত জাতি বা বর্ণভেদ হলো—
i. বংশগত
ii. গুণগত
iii. কর্মগত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০৫. আদ্যশ্রাদ্ধের সময় শাস্ত্রে যেমন দানের বিধান আছে—
i. ছয়
ii. আট
iii. ষোলো
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২০৬ ও ২০৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুধীর বাবুর পিতা গত রাতে পরলোকগমন করেন। এলাকাবাসীর সহায়তায় সুধীর বাবু তাঁর পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। অশৌচ পালন শেষে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঘটা করে আয়োজন করেন। [সকল বোর্ড '১৫]

২০৬. সুধীর বাবু কীভাবে অশৌচ পালন করেন?
ক হবিষ্যান্ন খেয়ে ও ব্রহ্মচর্য পালন করে
খ মস্তক মুণ্ডন ও নববস্ত্র পরিধান করে
গ দান-দক্ষিণা ও সন্ন্যাস পালন করে
ঘ পূজা-পার্বণ ও নাম সংকীর্তন করে

২০৭. সুধীর বাবু তাঁর পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আয়োজনের মূল কারণ কী?
ক পিতার প্রতি অসম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ করা
খ পিতার আত্মার শান্তি কামনা করা
গ সামাজিক অনুষ্ঠান রক্ষা করা
ঘ পুত্রের কর্তব্য পিতৃসত্য পালন করা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

প্রশ্ন ১। সংস্কার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যেসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেসব অনুষ্ঠানকে সংস্কার বলে। স্মৃতিশাস্ত্রে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে। যেমন : গর্ভধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, সমাবর্তন, উপনয়ন ও বিবাহ। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বর্তমানে গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমান্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কার লুপ্তপ্রায়।

প্রশ্ন ২। অন্নপ্রাশন কী? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্নপ্রাশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। সন্তান জন্ম নেওয়ার পর তার মুখে প্রথম অন্ন বা ভাত তুলে দেওয়ার যে অনুষ্ঠান তাকে বলা হয় অন্নপ্রাশন। অর্থাৎ এদিন থেকেই সন্তান ভাতসহ অন্যান্য কিছু খেতে পারে। পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করতে হয়।

প্রশ্ন ৩। দশবিধ সংস্কার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য হিন্দুধর্মের যে দশটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাই দশবিধ সংস্কার। স্মৃতিশাস্ত্রে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে। যেমন– গর্ভধান, পুংসবণ, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, সমাবর্তন, উপনয়ন ও বিবাহ। এই দশবিধ সংস্কার পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৪। 'জাতকর্ম' কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃতদ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলা হয় জাতকর্ম। এ আচারটি পালন করার ফলে সন্তান সদাচারী ও মিষ্টভাষী হয়।

প্রশ্ন ৫। সমাবর্তন কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : লেখাপড়া বা পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার যে অনুষ্ঠান তাকে বলা হয় সমাবর্তন। প্রাচীনকালে পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে ফিরে আসার সময় সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হতো। এসময় গুরু শিষ্যকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন। যা শিষ্যদের পরবর্তী সারা জীবনের জন্য পাথেয়।

বিবাহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

প্রশ্ন ৬। বিবাহ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। 'বিবাহ' শব্দটি 'বি' পূর্বক 'বহ্' ধাতু ও ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে গঠিত। 'বহ্' ধাতুর অর্থ 'বহন করা' এবং 'বি' উপসর্গের অর্থ বিশেষরূপে। সুতরাং 'বিবাহ' শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভার বহন করা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক ভার বহন করতে হয়।

প্রশ্ন ৭। গান্ধর্ব বিবাহ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : মনুসংহিতায় ৮ প্রকার বিবাহের উল্লেখ রয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহ তার মধ্যে একটি। নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। এ ধরনের বিবাহ সাধারণত কোনো মন্দির বা আশ্রমে হয়ে থাকে। এতে কোনো আড়ম্বর থাকে না। এ বিবাহের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মহাভারতের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ।

প্রশ্ন ৮। বিবাহের মন্ত্রটি সরলার্থসহ লেখ।

উত্তর : বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটি হলো–

'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।'

(ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

সরলার্থ : তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।

প্রশ্ন ৯। হিন্দুধর্মে বিবাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী দশবিধ সংস্কারগুলোর মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা স্বামী সন্তানের জনক হয়ে লাভ করে পিতৃত্ব এবং স্ত্রী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, সকলকে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে ওঠে এবং মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ গড়ার সূতিকাগার। তাই বিবাহকে হিন্দুধর্মে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বলা হয়েছে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৩

প্রশ্ন ১০। বিবাহ অনুষ্ঠান কীভাবে সম্পন্ন হয় সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : হিন্দু বিবাহের কিছু বিধিবিধান শাস্ত্রীয়, কিছু অনুষ্ঠান স্ত্রী-আচার। শুভলগ্নে নারায়ণ, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণকে সাক্ষী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের কতকগুলো পর্ব রয়েছে। যেমন– আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গায়ে হলুদ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল সম্প্রদান, সাতপাক, সিঁদুরদান প্রভৃতি।

প্রশ্ন ১১। অধিবাস বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : হিন্দু সমজে অধিবাস আচারটি বিবাহের একদিন পূর্বে পালিত হয়। অধিবাসের সময় বর কনেকে হলুদ মাখিয়ে মঙ্গলঘটের জল দিয়ে স্নান করায়। স্নানের পর তারা অধিবাসের আসনে উপবেশ করে গুরুজনদের প্রণাম করে। ঐদিন বর ও কনে নিরামিষ আহর করে। এ আচারের মধ্যে বর-কনের ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবন ও কল্যাণকর হয়।

প্রশ্ন ১২। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : বিবাহ অনুষ্ঠানের কতকগুলো পর্বের মধ্যে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁদের আশীর্বাদ কামনা করেন। উভয় কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

প্রশ্ন ১৩। বিবাহে গায়ে হলুদ কেন গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : বিবাহে গায়ে হলুদ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এটি মূলত দেহ শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুন্ধা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। তাই হিন্দু বিবাহে গায়ে হলুদ একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব।

প্রশ্ন ১৪। বিবাহের মূল পর্ব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : বিবাহের মূল পর্বই হচ্ছে সম্প্রদান পর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনে পূর্ব-পশ্চিমমুখী হয়ে মুখোমুখি বসে। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে শোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতে কনের ডান হাত রেখে লাল গামছা, ফল, কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতার নাম উচ্চারণ করে কন্যা সম্প্রদান করেন।

প্রশ্ন ১৫। সম্প্রদান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিবাহের মূল পর্ব হলো সম্প্রদান পর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বিয়ের পিঁড়িতে বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী বসে। কন্যা সম্প্রদানকারী উত্তরমুখী হয়ে বসেন। সামনে পুরোহিত উপাচার নিয়ে মন্ত্রপাঠ করেন। সম্প্রদান কর্তা দেবতাদের নাম উচ্চরণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

প্রশ্ন ১৬। বিবাহে যজ্ঞানুষ্ঠান কেন করা হয়?

উত্তর : হিন্দু বিবাহে সম্প্রদানের পর যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়। একটি বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্রে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-

অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে নবদম্পতি অগ্নিদেবের আশীর্বাদ লাভ করে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৭। সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : হিন্দু বিবাহে সম্প্রদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান পর্ব শেষে বর কনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেয়। সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর মধ্য দিয়েই কন্যা অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। স্ত্রীরা প্রতিদিন সকালে স্নান করে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে সিঁদুর পরে স্বামীর মঙ্গল ও আয়ু কামনা করে।

প্রশ্ন ১৮। বিবাহে সাতপাক ঘোরা হয় কেন?

উত্তর : বিবাহে যজ্ঞানুষ্ঠানের পরে দেব পুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয় ও প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ জীবন লাভ করে। বর সম্মুখে, কনে তার পিছনে, বর তার বাঁ হাত দিয়ে কনের ডান হাত ধরে বিবাহ আসর ঘোরে। এর পাশাপাশি দুজনের কাপড়ের কোনা একত্র করে গিঁটও দেওয়া হয়। যা স্বামী-স্ত্রীর সারাজীবনের বন্ধনকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১৯। একজন হিন্দু নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটি?

উত্তর : সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দু বিবাহে সম্প্রদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর রাঙিয়ে দেয় এবং তারপর থেকেই একজন কন্যা বা স্ত্রী তাঁর স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। সিঁদুর পরার মাধ্যমে স্ত্রী তার স্বামীর আয়ু ও মঙ্গল কামনা করে। তাই একজন নারীর জীবনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ২০। পণপ্রথা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থসম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। যাকে যৌতুকও বলা হয়। এই পণপ্রথা বা যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ। বহুকাল ধরেই এটি আমাদের ক্ষতি করছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা।

প্রশ্ন ২১। 'পণপ্রথা অধর্ম' বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় যদি বরপক্ষকে নগদ অর্থসম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাকে পণ বলে। অনেক সময় কন্যার পিতার সামর্থ্য না থাকলেও ঋণগ্রস্ত হয়ে দিতে হয়, বা না দিতে পারলে বিবাহ ভেঙে যায়। অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ফলে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নেয়। তাই পণপ্রথাকে অধর্ম বলা হয়ে থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৫

প্রশ্ন ২২। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'অন্ত' শব্দের অর্থ শেষ এবং 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। সুতরাং 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের অর্থ শেষযজ্ঞ। অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং দেহ পচে যায়। তাই শাস্ত্রে মৃত দেহের সৎকারের বিধান রয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ২৩। মৃতদেহের সৎকার করা হয় কীভাবে?

উত্তর : মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনে বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহকে কুশের উপর দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোয়ানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতের গায়ে কাঁচা হলুদ তেল মেখে স্নান করিয়ে নতুন কাপড়, মালা ও কপালে চন্দন দিয়ে মৃতদেহের সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দিয়ে বন্ধ করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান করে মৃতদেহকে চিতায় শয়ন করিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়।

প্রশ্ন ২৪। মৃতদেহ সৎকার করা প্রয়োজন কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে সেই দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে এটি পচতে শুরু করে। ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশও নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটি ধর্মীয় বিধানও।

প্রশ্ন ২৫। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রটির সরলার্থ লেখ।

উত্তর : 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের অর্থ 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রের সরলার্থ হলো– জেনে বা না জেনে তিনি হয়তো দুষ্কার্য করেছেন। এখন মৃত্যুকালবশে তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। ধর্ম, অধর্ম, লোভ ও মোহচ্ছন্ন তার শরীর দগ্ধ করুন। তিনি দিব্যলোক গমন করুন।

প্রশ্ন ২৬। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহ একটি অচেতন জড় বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে এটি পচতে শুরু করে। তখন ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তা ভীতির সঞ্চার করে এবং এর ফলে পরিবেশও নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটি ধর্মীয় বিধানও বটে। তাই শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন ২৭। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কেন করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধান। মৃত্যু হলো দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেহ পচে যায়। ভূপৃষ্ঠে তা পড়ে থাকলে ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে।

অশৌচ

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৭

প্রশ্ন ২৮। আমরা অশৌচ পালন করি কেন? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : 'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং, 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। ফলে চিত্ত সাধনভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই বা অশৌচ পালন করি।

প্রশ্ন ২৯। পূরকপিণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসি গাছ রোপণ করে যেখানে প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয় এবং পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়। এই পিণ্ডকে বলা হয় পূরকপিণ্ড। পূরকপিণ্ড দিতে হয় মোট দশটি।

প্রশ্ন ৩০। অশৌচ কত প্রকার?

উত্তর : 'অশৌচ' অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। অশৌচ দুই প্রকার। যথা– জননাশৌচ ও মরণাশৌচ। কেউ জন্মগ্রহণ করলে যে অশৌচ হয় তার নাম জননাশৌচ এবং মৃত্যুর পরে যে অশৌচ হয় তার নাম মরণাশৌচ। সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতিত্ব বর্তমান থাকে। সুতরাং সপ্তম পুরুষ পর্যন্তই অশৌচ পালন করার নিয়ম রয়েছে।

প্রশ্ন ৩১। অশৌচ পালনে কিসের প্রভাব লক্ষণীয়?

উত্তর : অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব লক্ষণীয়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যা বেশি। যেমন– ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন। তবে বর্তমানে প্রায় সকল বর্ণের বা গোত্রের মানুষ দশদিন অশৌচ পালন করে একাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকে।

প্রশ্ন ৩২। অশৌচ পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : 'অশৌচ' অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধান তাই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব রয়েছে। নিকটজনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকাচ্ছন্ন হয়। চিত্ত সাধন ভজনের উপযোগী থাকে না। ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রতা আসে না। তাই মনকে শান্ত ও সাধন ভজনের উপযোগী করা এবং মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অশৌচ পালন গুরুত্বপূর্ণ।

আদ্যশ্রাদ্ধ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৮

প্রশ্ন ৩৩। আদ্যশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অন' প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দটি গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ। সুতরাং যেখানে শ্রদ্ধার সংযোগ নেই সেখানে আড়ম্বর থাকলেও শ্রাদ্ধ হয় না। অশৌচকাল উত্তীর্ণ হলে পরদিন শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথম এই শ্রাদ্ধ করণীয় বলে তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ।

প্রশ্ন ৩৪। 'শ্রদ্ধার সঙ্গে দান' কথাটির তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : শ্রদ্ধার সঙ্গে যে দান তাকে বলা হয় শ্রাদ্ধ। সুতরাং যেখানে শ্রদ্ধার সংযোগ নেই, সেখানে আড়ম্বর থাকলেও শ্রাদ্ধ হয় না। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় এবং মৃত ব্যক্তির আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন সামগ্রী দান করতে হয় শ্রদ্ধার সহিত। যার মাধ্যমে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

প্রশ্ন ৩৫। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় কীভাবে?

উত্তর : আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলিত করে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও তৃস্বামীর পূজা করা হয়। অতঃপর শ্রাদ্ধ করতে হয়। এই সময় ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক উৎসর্গ করা হয়। পরে পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতে হয়।

প্রশ্ন ৩৬। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : কেউ মারা গেলে পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। সকলেই সমব্যথী হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। অন্যজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায় ও সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাই আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ৩৭। "জাতি বা বর্ণভেদ বংশগত নয়, গুণ ও কর্মগত।"— এ সম্পর্কে তুমি কী একমত?

উত্তর : গুণ ও কর্ম অনুসারে ভগবান চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবেন, এমন নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবেন। তাই গীতায় ভগবান গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে আমিও একমত।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

প্রশ্ন ১। জাতকর্ম কাকে বলে? [রা. বো. '২৪; কু. বো. '২৪; ব. বো. '২৪, '২৩]

উত্তর : জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

প্রশ্ন ২। সমাবর্তন কাকে বলে?
[ঢা. বো. '২৩, '২০; রা. বো. '২৩, '১৯; য. বো. '২৩, '১৯; কু. বো. '২০, ১৯; চ. বো. '২০, ১৯; সি. বো. '২৪, '১৯; দি. বো. '২০, '১৯; ম. বো. '২০]

উত্তর : পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে সমাবর্তন বলে।

প্রশ্ন ৩। সংস্কার কাকে বলে? [রা. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৪]

উত্তর : ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যেসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার।

প্রশ্ন ৪। পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন কততম মাসে করতে হয়? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : পুত্র সন্তানের অন্নপ্রাশন ষষ্ঠ মাসে করতে হয়।

প্রশ্ন ৫। অন্নপ্রাসন কী? [সি. বো. '২৩]

উত্তর : পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে প্রথম অন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাসন।

প্রশ্ন ৬। আগমশাস্ত্রের প্রবক্তা বলা হয় কাকে? [দি. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

উত্তর : আগমশাস্ত্রের প্রবক্তা বলা হয় শিবকে।

প্রশ্ন ৭। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনকে কী বলে? [ম. বো. '২৩]

উত্তর : মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজনকে বলে অন্নপ্রাশন।

প্রশ্ন ৮। নামকরণ কী?

উত্তর : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও শততম দিবসে সন্তানের নামকরণ করা হয়।

বিবাহ ▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

প্রশ্ন ৯। বিবাহ কাকে বলে? [য. বো. '২৪]

উত্তর : বিবাহ হলো একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন।

প্রশ্ন ১০। বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ অধিক প্রচলিত? [কু. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]

উত্তর : বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ অধিক প্রচলিত।

প্রশ্ন ১১। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে বিবাহ।

প্রশ্ন ১২। বিবাহ কত প্রকার? [সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে।

প্রশ্ন ১৩। সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার কী? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

উত্তর : বিবাহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার।

প্রশ্ন ১৪। 'বিবাহ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : বিবাহ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভার বহন করা।

প্রশ্ন ১৫। প্রজাপাত্য বিবাহ কাকে বলে?

উত্তর : কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান সদাচারী বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে কন্যা দান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে।

প্রশ্ন ১৬। গান্ধর্ব বিবাহ কাকে বলে?

উত্তর : নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে, তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে।

প্রশ্ন ১৭। বিবাহের দ্বারা পুরুষ কী লাভ করেন?

উত্তর : বিবাহের দ্বারা পুরুষ সন্তানের জনক হয়ে পিতৃত্ব লাভ করেন।

প্রশ্ন ১৮। বিবাহের দ্বারা নারী কী লাভ করেন?
উত্তর : বিবাহের দ্বারা নারী জননীরূপে মাতৃত্ব লাভ করেন।
প্রশ্ন ১৯। স্বর্ণ-বস্ত্র কাকে বলে?
উত্তর : বরপক্ষের অভিভাবকগণ একটি আবশ্যকীয় লাল শাড়ির সাথে সাধ্যমত স্বর্ণালঙ্কারসহ নানাবিধ উপঢৌকন প্রদানপূর্বক ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। আঞ্চলিক ভাষায় একে স্বর্ণ-বস্ত্র বলে।

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৩

প্রশ্ন ২০। বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? [ঘ. বো. '২৪]
উত্তর : বিবাহের মূল পর্ব হচ্ছে সম্প্রদান পর্ব।
প্রশ্ন ২১। পণ কাকে বলে? [কু. বো. '২৩]
উত্তর : কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ।
প্রশ্ন ২২। অধিবাস বিয়ের কয়দিন পূর্বে পালিত হয়? [সকল বোর্ড '১৫]
উত্তর : অধিবাস বিয়ের একদিন পূর্বে পালিত হয়।
প্রশ্ন ২৩। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কাকে বলে?
উত্তর : বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন বর ও কনে উভয় পক্ষ পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পিতৃপুরুষদের প্রতি এ শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলে।
প্রশ্ন ২৪। বৌভাত অনুষ্ঠানে নববধূকে স্বামী কী বলে বরণ করেন?
উত্তর : বৌভাত অনুষ্ঠানে নববধূকে স্বামী 'আজ থেকে তোমার ভাত কাপড়ের সমস্ত দায়িত্ব নিলাম' বলে বরণ করে।
প্রশ্ন ২৫। অষ্টমঙ্গলা কাকে বলে?
উত্তর : বিয়ের দশদিনের মধ্যে যে কোনো একদিন নববধূকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়াকে অষ্টমঙ্গলা বলে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৫

প্রশ্ন ২৬। মৃত্যু মানে কী? [সকল বোর্ড '১৫]
উত্তর : মৃত্যু মানে হচ্ছে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন।
প্রশ্ন ২৭। 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ কী? [জিকাতুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ হচ্ছে যজ্ঞ।
প্রশ্ন ২৮। অন্ত্যেষ্টি অর্থ কী? [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের অর্থ শেষযজ্ঞ অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া।
প্রশ্ন ২৯। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কী?
উত্তর : শাস্ত্রমতে মৃতদেহের সৎকারের বিধানই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত।

অশৌচ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৭

প্রশ্ন ৩০। পূরকপিন্ড কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৪; দি. বো. '২৩]
উত্তর : পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে যে পিন্ড দান করতে হয়, তাকে পূরকপিন্ড বলে।
প্রশ্ন ৩১। 'শৌচ' শব্দের অর্থ কী? [সকল বোর্ড '১৬]
উত্তর : 'শোচ' শব্দের অর্থ শুচিতা।
প্রশ্ন ৩২। অশৌচ কত প্রকার? [ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]
উত্তর : অশৌচ মূলত দু প্রকার। জন্মশৌচ ও মরণাশৌচ।
প্রশ্ন ৩৩। 'অশৌচ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব।

আদ্যশ্রাদ্ধ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৮

প্রশ্ন ৩৪। আদ্য শ্রাদ্ধের পূর্ণনাম কী? [ঢা. বো. '২৪; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]
উত্তর : আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।
প্রশ্ন ৩৫। শ্রাদ্ধ কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৪]
উত্তর : শ্রদ্ধার সাথে যে দান করা হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে।
প্রশ্ন ৩৬। আদ্যশ্রাদ্ধ কাকে বলে? [ঢা. বো. '১৯; ব. বো. '১৯]
উত্তর : কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে আদ্যশ্রাদ্ধ বলে।
প্রশ্ন ৩৭। শ্রাদ্ধ বাসরে মহাভারতের কোন পর্বটি পাঠ করা হয়? [সকল বোর্ড '১৮]
উত্তর : শ্রাদ্ধ বাসরে মহাভারতের বিরাট পর্বটি পাঠ করা হয়।
প্রশ্ন ৩৮। শ্রাদ্ধের প্রবর্তক কে ছিলেন? [সকল বোর্ড '১৭]
উত্তর : দত্তাত্রেয় মুনির পুত্র নিমি শ্রাদ্ধের প্রবর্তক ছিলেন।
প্রশ্ন ৩৯। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কাকে বলে?
উত্তর : একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয় বলে, তাকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ধর্মীয় সংস্কারের ধারণা ও ধরন ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

প্রশ্ন ১। সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয় কেন? [ঢা. বো. '২৪]
উত্তর : পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক মহাশয় বা গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থী গুরুগৃহে পাঠ শেষ করে নিজ গৃহে ফিরে আসার জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয়।
প্রশ্ন ২। অন্নপ্রাশন বলতে কী বোঝায়? [রা. বো. '২৪]
উত্তর : স্মৃতিশাস্ত্রে দশবিধ সংস্কারের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি সংস্কার হলো অন্নপ্রাশন। অন্নপ্রাশন হচ্ছে সন্তান জন্মগ্রহণের পর তার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার প্রথম যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজের প্রক্রিয়াই হলো অন্নপ্রাশন। এর পরেই শিশুরা অন্নসহ অন্যান্য কিছু খাওয়ার যোগ্যতা লাভ করে।
প্রশ্ন ৩। জাতকর্ম করা হয় কেন? [রা. বো. '২৩]
উত্তর : সন্তান জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করে জাতকর্ম করেন। এ আচারটি পালন করার ফলে সন্তান সদাচারী ও মিষ্টভাষী হয়। সে যেন সকলের সাথে মধুর ভাষায় কথা বলে, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে বাবা-মা গুরুজনদের সাথে যেন শ্রদ্ধার সাথে কথা বলে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে যেন মিশুক আচরণ করে এ উদ্দেশ্যে পিতা সন্তানের মুখে যষ্ঠিমধু স্পর্শ করে।
প্রশ্ন ৪। পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে ফেরার সময় যে অনুষ্ঠান করা হয় তার ব্যাখ্যা দাও। [ব. বো. '২৩]
উত্তর : প্রাচীনকালে পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হতো, তাকে সমাবর্তন বলে। এ অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন। যা পরবর্তী জীবনের পাথেয়।
প্রশ্ন ৫। সমাবর্তন বলতে কী বোঝায়? [সকল বোর্ড '১৬]
উত্তর : প্রাচীনকালে পাঠ শেষে গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হতো, তাকে সমাবর্তন বলে। এ অনুষ্ঠানে গুরু শিষ্যকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দিতেন। যা পরবর্তী জীবনের পাথেয়।
প্রশ্ন ৬। ধর্মীয় সংস্কারের ইতিবাচক দিকসমূহ চিহ্নিত কর। [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
উত্তর : আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে গড়ে তোলাই ধর্মীয় সংস্কারের ইতিবাচক দিক। ধর্ম সবসময় আমাদের কল্যাণের জন্যই বিধিবিধান, আচার-অনুষ্ঠান প্রচলন করে। হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঋষিগণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর রূপে গড়ে তোলার

জন্য এ সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাঝে ইহকালীন জীবনযাপন পদ্ধতি যেমন অন্তর্ভুক্ত তেমনি পারলৌকিক কৃত্যও অন্তর্ভুক্ত। তাই ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধিত হয়।

বিবাহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫২

প্রশ্ন ৭। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ কেন? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা পুরুষ সন্তানের জনক হয়ে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার, যাকে কেন্দ্র করে প্রেমপ্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার। একারণে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ।

প্রশ্ন ৮। বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা দাও। [ব. বো. '২৩]

উত্তর : বিবাহের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রটি হলো—

'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।'
(ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

অর্থাৎ "তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।" এ মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর একাত্মতার সম্পর্ক। জীবন হয় একসূত্রে গাঁথা। আমৃত্যু তারা সুখে-দুঃখে একসাথে থাকার প্রতিজ্ঞা করে এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে শুরু হয় পথ চলা।

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৩

প্রশ্ন ৯। বিবাহে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় কেন? [ঢা. বো. '২৪]

উত্তর : বিবাহ অনুষ্ঠানে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়। কেননা শুভদৃষ্টির মাধ্যমে বর কনে বিবাহের বেদিতে একে অপরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ও দৃষ্টি বিনিময় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১০। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? [য. বো. '২৪; ম. বো. '২৪]

উত্তর : বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয়কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এ শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

প্রশ্ন ১১। বিবাহের উল্লেখযোগ্য পর্বের ব্যাখ্যা দাও। [কু. বো. '২৪]

উত্তর : গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের ওপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গায়ে কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখশান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ১২। কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২৪]

উত্তর : বিবাহের সময় যজ্ঞের অগ্নিকে সাক্ষী রেখে সাত পাকে ঘোরার মাধ্যমে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে যায়। সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পরপর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি আমৃত্যু বাঁধা হয়ে যায়।

প্রশ্ন ১৩। বিয়ের পরদিন কোন অনুষ্ঠান পালিত হয়? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '২৪]

উত্তর : বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান পালিত হয়। বিয়ের পর দিনকে বলা হয় বাসি বিয়ের দিন। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়। তবে অনেক স্থানে বিয়ের দিনই সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ১৪। হিন্দু নারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা দাও। [ঢা. বো. '২৩, '২০; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '২০, '১৯; চ. বো. '২০, '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '২৩, '২০, '১৯; ম. বো. '২৩, '২০]

উত্তর : হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন পরানো। সম্প্রদানপর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এটি একজন হিন্দু নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকেই কন্যা অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে।

প্রশ্ন ১৫। বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো '২৪; দি. বো. '২৩]

উত্তর : বিবাহের মূল পর্ব হচ্ছে সম্প্রদান। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি— (বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী) বসাতে হয়। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত গঙ্গাজলপূর্ণ একটি ঘটের উপর কনের ডানহাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা ও দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান পর্ব শেষ হয়।

প্রশ্ন ১৬। দেহ-শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানটি ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৩]

উত্তর : গায়ে হলুদ মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানোর পর বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ১৭। পণপ্রথা অধর্ম —ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২৩]

উত্তর : বিবাহের সময় বরপক্ষকে কন্যা পক্ষ থেকে নগদ অর্থসম্পদ দিতে হয় পণ বা যৌতুক হিসেবে। যা একটি সামাজিক ব্যাধি। অনেক সময় কন্যার পিতার সামর্থ্য না থাকলেও ঋণগ্রস্ত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়। আর না দিলে অনেক সময় বিবাহ ভেঙে যায় আর না হয় বিবাহের পর বধূকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করা হয়। যার ফলে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। পিতা কন্যার দুর্দশার কথা চিন্তা করে ধারদেনা করে পণ প্রদান করে নিজে আরও বিপদের মধ্যে পড়ে। তাই বলা যায় পণপ্রথা অধর্ম।

প্রশ্ন ১৮। কোন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়? ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. '২৩]

উত্তর : গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহ পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, গিলা, সুন্ধা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ১৯। সোহাগজল কী? বুঝিয়ে লেখ। [সকল বোর্ড '১৫]

উত্তর : সোহাগজল পর্বটি একটি মেয়েলি আচার। এ পর্বে বিয়ের আগের দিন ত্রয়োতী (সদবা) নারীরা সাতঘাট ঘুরে জল এনে সযত্নে রেখে দেয়। দুজনের মুকুট থেকে সামান্য একটু শোলা নিয়ে জলে ছেড়ে দেয়া হয়। উপস্থিত রমনীগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একজন ঐ শোলার টুকরা দুটি ভাসমান অবস্থায় জলে আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে স্রোতের সৃষ্টি করে। স্রোতে ঘুরতে ঘুরতে যখন শোলার টুকরা দুটি

একত্র হয় তখন সবাই উলুধ্বনি দিয়ে আনন্দে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকে। তারপর ঐ পবিত্র জল সবার মাথায় ও বুকে ছিটিয়ে সোহাগ করা হয়। এ পবিত্র জলকেই বলা হয় সোহাগজল।

প্রশ্ন ২০। বিবাহে আংটি খেলা অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও। [সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

উত্তর : বিবাহ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর বাসি বিয়ের পর্বে উঠানে বেদি, নকল পুকুর তৈরি করা হয়। এতে দুধ অথবা জল ঢেলে তার মধ্যে স্বর্ণ আংটি নিয়ে লুকোচুরি খেলা হয়। এটি মূলত মেয়েলি আচার। নতুন স্বামী আংটি লুকিয়ে রাখবে আর নতুন বউ তা খুঁজে বের করবে। আবার স্ত্রী লুকিয়ে রাখলে স্বামী খুঁজে বের করে। এটাই হচ্ছে বিবাহের আংটি খেলা।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৫

প্রশ্ন ২১। মৃতদেহের সৎকার করা প্রয়োজন কেন? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন জীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধিবিধান। তাই এটি সংস্কার করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ২২। শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ। [ঢা. বো. '১৯; ব. বো. '১৯]

উত্তর : আত্মা দেহ থেকে নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন জীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধিবিধান।

প্রশ্ন ২৩। পূরকপিন্ড বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : পূরক পিন্ড হচ্ছে অশৌচ পালনকালে মৃত ব্যক্তির উদ্দ্যেশে প্রদানের একটি বিধান। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে যে পিন্ড প্রদান করা হয় তাই হচ্ছে পূরক পিন্ড। পূরক পিন্ড দিতে হয় মোট দশটি। এসব পিন্ড প্রদান করা শ্রাদ্ধাধীকারীর একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্ন ২৪। মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার শাস্ত্রীয় বিধান বর্ণনা কর। [ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয় এবং দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান।

প্রশ্ন ২৫। 'অন্ত্যেষ্টি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর। [বরিশাল জিলা স্কুল]

উত্তর : 'অন্ত্য' ও 'ইষ্টি' এ দুটি শব্দ মিলেই অন্ত্যেষ্টি শব্দটি গঠিত। 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ শেষ এবং 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া।

অশৌচ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৭

প্রশ্ন ২৬। অশৌচ পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২৩]

উত্তর : অশৌচ পালন শাস্ত্রীয় বিধিবিধান এবং সামাজিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাতাপিতা বা জাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। প্রিয়জনের মৃত্যুতে মন শোকে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমাদের চিত্ত সাধনভজনের উপযোগী থাকে না। এসময় বিচলিত মনে ঈশ্বরকে আরাধনায় পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য শান্তমন এবং সময়ের প্রয়োজন। অশৌচ পালন অবশ্য কর্তব্য। এতে ধীরে ধীরে মন শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জাতিবর্গ অশৌচ পালন করে মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

প্রশ্ন ২৭। অশৌচ বলতে কী বোঝ? [সি. বো. '২০]

উত্তর : 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জাতিবর্গের মৃত্যুতে অশৌচ দু'প্রকার। কেউ জন্মগ্রহণ করলে জননাশৌচ এবং মৃত্যুর পর মরণাশৌচ হয়। অশৌচান্তে মস্তক মুন্ডন করে নববস্ত্র পরিধান করা হয় এবং এর পরদিন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়।

প্রশ্ন ২৮। অশৌচ পালনের সুবিধাসমূহ চিহ্নিত কর।

উত্তর : অশৌচ পালন শাস্ত্রীয় বিধিবিধান এবং সামাজিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাতাপিতা বা জাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। প্রিয়জনের মৃত্যুতে মন শোকে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমাদের চিত্ত সাধনভজনের উপযোগী থাকে না।

এসময় বিচলিত মনে ঈশ্বরকে আরাধনায় পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য শান্তমন এবং সময়ের প্রয়োজন। এভাবে একটা নির্দিষ্ট সময় অশৌচ পালন অবশ্য কর্তব্য। এতে ধীরে ধীরে মন শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জাতিবর্গ অশৌচ পালন করে মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

আদ্যশ্রাদ্ধ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৫৮

প্রশ্ন ২৯। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। [ব. বো. '২৪]

উত্তর : 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' উক্তিটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ– অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে ভগবান নিজেই চারটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে এমন নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারেন। আবার ব্রাহ্মণ সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবেন। সুতরাং বলা যায়, বর্ণভেদ কোনো জন্মগত ও জাতিগত নয়, বরং গুণ ও কর্মের প্রভাব।

প্রশ্ন ৩০। আদ্যশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? [কু. বো. '২৩; সকল বোর্ড '১৬]

উত্তর : আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো অনুষ্ঠান। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ করা হয় বলে একে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে। অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধ হলো একজনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে দান করা।

প্রশ্ন ৩১। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝ? [সকল বোর্ড '১৭]

উত্তর : আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয় বলে এর নাম একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। এখানে মাত্র একজনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে দান করা হয়। এ সময় আসন, ছাতা, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়।

প্রশ্ন ৩২। 'জন্মভেদে নয়, বরং কর্মভেদেই বর্ণ বিভাজন'—কথাটি বুঝিয়ে লেখ। [সকল বোর্ড '১৫]

উত্তর : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে 'জন্মভেদে নয়, বরং কর্মভেদেই বর্ণ বিভাজন'– অর্থাৎ যে যে রকম পেশায় নিয়োজিত তার বর্ণটি সে অনুসারে হয়। ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই যে একজন ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে, এমনটি নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারবেন। আবার কোনো ব্রাহ্মণ সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবেন।

সুতরাং বলা যায়, 'জন্মভেদে নয়, বরং কর্মভেদেই বর্ণ বিভাজন।'

প্রশ্ন ৩৩। আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব লেখ। [কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া]

উত্তর : কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। আদ্যশ্রাদ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পাশাপাশি এ অনুষ্ঠান আত্মীয়-স্বজনের একটি মিলনমেলাও ঘটে। এখানে একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

স্নাতক পরীক্ষা শেষে মিতার বাবা-মা তার বিবাহের দিন ধার্য করে। ঐদিন মিতাকে বস্ত্র ও অলঙ্কার সজ্জিত করে তার বাবা তাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠানে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেন।

ক. সংস্কার কী? ১

খ. কেন অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হয়? ২

গ. মিতার বিবাহ পদ্ধতিটি তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিতার বিবাহ কার্য সম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যেসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, সেসব অনুষ্ঠানকে সংস্কার বলা হয়।

খ স্মৃতিশাস্ত্রে দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অন্নপ্রাশন অন্যতম। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য অন্নপ্রাশন করা হয়। পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে প্রথম আন্নভোজনের নাম অন্নপ্রাশন।

গ উদ্দীপকের মিতার বিবাহ পদ্ধতিটি হচ্ছে ব্রাহ্মবিবাহ। কারণ এ বিবাহে মিতার সম্মতিতে পিতা নিজে বরের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করেন।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। স্মৃতিশাস্ত্রের মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত। উদ্দীপকের মিতার বিবাহ পদ্ধতিটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তার বাবা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে মিতাকে বরের হাতে সম্প্রদান করেন যা ব্রাহ্মবিবাহের কার্যকলাপকে নির্দেশ করে। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি মিতার বিবাহ পদ্ধতিটি ব্রাহ্মবিবাহ।

ঘ বিবাহের মূল পর্ব হলো সম্প্রদান পর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিসহ আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন। সম্প্রদান পর্বের পর সেখানে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়।

বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান অভিমান, হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে। মিতার বিবাহ কার্য সম্পাদনেও পুরোহিত মন্ত্রপাঠ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহকার্য সম্পন্ন করেন। তাছাড়া এ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব-জীবন লাভ করে। তাই বিবাহ কার্যসম্পাদনে যজ্ঞানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা অপরিসীম।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

সৌগত রায় একজন স্বনামধন্য ডাক্তার। প্রতিবেশী মিতালি সবেমাত্র এমএ পাস করে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিচ্ছে। মিতালির বাবা উপযুক্ত বয়সে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গেলে পাত্রপক্ষ অনেক টাকা যৌতুক দাবি করলে দরিদ্র পিতার পক্ষে তা সম্ভব না হওয়ায় বিয়ে ভেঙে যায়। এমতাবস্থায় সৌগত রায় বিনা পণে মিতালিকে বিবাহ করে। সৌগত রায় মনে করে, "যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ।"

ক. পূরকপিণ্ড কাকে বলে? ১

খ. সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয় কেন? ২

গ. সৌগত রায় এবং মিতালির বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্বসমূহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "যৌতুক একটি সামাজিক অপরাধ"—সৌগত রায়ের উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪ ও ৮

ক পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিনে ও দশম দিনে যে পিণ্ড দান করতে হয়, তাকে পূরকপিণ্ড বলে।

খ পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজ গৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম সমাবর্তন। এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক মহাশয় বা গুরু শিক্ষার্থীকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থী গুরুগৃহে পাঠ শেষ করে নিজ গৃহে ফিরে আসার জন্য সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা হয়।

গ উদ্দীপকে সৌগত রায় মিতালিকে বিবাহ করে। আর এই বিবাহ অনুষ্ঠানের কতকগুলো পর্ব রয়েছে। নিচের আলোচনায় পর্বসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো—

বৃষ্ধিশ্রাদ্ধ : বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধ নিবেদন করে তাদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয়কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এই শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃষ্ধিশ্রাদ্ধ।

গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা) : এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখশান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

মালাবদল : বর তার গলার মালাটি কনের গলায় এবং একইভাবে কনেও তার গলার মালাটি বরের গলায় পরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়ায় তিনবার পরস্পর মালাবদল করা হয়।

সম্প্রদান : বিবাহের মূল পর্ব হচ্ছে সম্প্রদান পর্ব। বিবাহে বর কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি বসাতে হয়। সম্প্রদান কর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা : বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পরস্পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নব জীবন লাভ করে।

সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন : সম্প্রদান ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। সিঁদুর দিয়ে বিবাহ চিহ্ন পরানো হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বসমূহের মাধ্যমেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ঘ 'যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক অপরাধ'—সৌগত রায়ের উক্তিটি যথার্থ।

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে পণ বা যৌতুক বলে। এই পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি।

উদ্দীপকের সৌগত রায়ের সাথে আমিও একমত পোষণ করি। কেননা প্রাচীনকাল থেকে এই প্রথা সমাজে ব্যাধি হয়ে আছে। যৌতুক বা পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় যৌতুক প্রথা বা পণ প্রথাকে নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সমস্ত জঘন্য অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য আমরা এগিয়ে আসব। এ জঘন্য প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান। এছাড়াও মানসিক প্রসারতা ও জীবনমুখী শিক্ষা এ প্রথা নির্মূলে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

আর সর্বোপরি, 'যৌতুক দিবো না, যৌতুক নিবো না' —এই স্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্দীপকের সৌগত রায়ের মতো যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এই প্রথাকে নির্মূল করতে হবে। প্রয়োজনে পণ বা যৌতুকবিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। তবেই সমাজ থেকে এই অন্যায় ব্যাধি দূর করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ৩ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৪

বিমল বাবু পরলোকগমন করলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রজিৎ হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী সৎকার এবং অশৌচ পালন শেষে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। বিমলবাবুর পরলোকগত আত্মার সকল কর্ম তার পুত্র ইন্দ্রজিৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পালন করেন।

ক. আদ্য শ্রাদ্ধের পূর্ণনাম কী? ১

খ. বিবাহে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয় কেন? ২

গ. বিমলবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. বিমলবাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৯ ও ১১

ক আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ।

খ বিবাহ অনুষ্ঠানে শুভদৃষ্টি ও যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়। কেননা শুভদৃষ্টির মাধ্যমে বর কনে বিবাহের বেদিতে একে অপরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ও দৃষ্টি বিনিময় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে অগ্নিদেবের কাছে বর কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে।

গ বিমল বাবুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শাস্ত্রের বিধান অনুসরণ করেই সম্পন্ন হয়েছিল।

অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। উদ্দীপকে বিমলবাবু পরলোকগমন করলে জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দ্রজিৎ হিন্দুধর্মের বিধান অনুযায়ী সৎকার করেন। যা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে এটি পচতে থাকে। তাই মৃতদেহের সৎকার করা জরুরি।

মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালাচন্দন দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। দাহকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান। স্নানের পর মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ ও বা কাসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ড দান করতে হয়। পিণ্ডদান শেষে মৃতদেহকে চিতায় শয়ন করানো হয় এবং দাহকার্য সম্পন্ন করতে হয়। এভাবেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

পরিশেষে বলা যায়, হিন্দুশাস্ত্র মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে ধাপসমূহ রয়েছে উদ্দীপকের ইন্দ্রজিৎ তার পিতা বিমল বাবুর মৃত্যুতে সকল ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করেছে।

ঘ বিমলবাবুর মৃত্যুর পর যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হয়, সমাজে তার ব্যাপক গুরুত্ব অপরিসীম।

'অন্ত্য' শব্দের অর্থ শেষ এবং 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ হলো শেষযজ্ঞ। উদ্দীপকের বিমলবাবু পরলোকগমন করলে জ্যেষ্ঠপুত্র ইন্দ্রজিৎ পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে সৎকার করেন এবং অশৌচ পালন করেন। দেহ থেকে আত্মা নির্গত হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে এটি পচতে শুরু করে। মৃতদেহ মাটির ওপর পড়ে থাকলে ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া একটি ধর্মীয় বিধান। তবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার শুধু যে ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন দেখতে আসেন। মৃত ব্যক্তির পরিবার, জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এতে সামাজিক লেনদেন এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। তাছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মন্ত্রটি উচ্চারণের ফলে আত্মা পবিত্র হয়। সকলের মধ্যে একটা সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব তৈরি হয়। মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে মৃতদেহের দিব্যলোক গমন করার জন্য প্রার্থনা করা হয়।

তাই বলা যায় যে, ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

সুধীর বাবু পিতার মৃত্যুতে পনেরো দিন হবিষ্যান্ন ও ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করেন। এরপর শাস্ত্রানুযায়ী পরবর্তী কার্য সম্পাদন করেন। অন্যদিকে, সুকেশ বাবু বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে বারো দিন কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করেন।

ক. শ্রাদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. অন্নপ্রাশন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সুধীর বাবু কোন বর্ণের লোক? পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সুধীর বাবু ও সুকেশ বাবু কি একই বর্ণের লোক? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১৬

ক শ্রদ্ধার সাথে যে দান করা হয় তাকে শ্রাদ্ধ বলে।

খ স্মৃতিশাস্ত্রে দশবিধ সংস্কারের কথা উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি সংস্কার হলো অন্নপ্রাশন। অন্নপ্রাশন হচ্ছে সন্তান জন্মগ্রহণের পর তার মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার প্রথম যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। পুত্রের ষষ্ঠ মাসে এবং কন্যার পঞ্চম, অষ্টম বা দশম মাসে পূজাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম অন্নভোজের প্রক্রিয়াই হলো অন্নপ্রাশন। এর পরেই শিশুরা অন্নসহ অন্যান্য কিছু খাওয়ার যোগ্যতা লাভ করে।

গ সুধীর বাবু হচ্ছেন হিন্দুধর্মের যে চতুর্বর্ণ রয়েছে তন্মধ্যে বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের সুধীর বাবু তার পিতার মৃত্যুতে পনেরো দিন হবিষ্যান্ন ও ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করেন। এরপর শাস্ত্রানুযায়ী পরবর্তী কার্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। পাঠ্য অনুযায়ী সুধীর বাবু বৈশ্য বর্ণের একজন। কেননা আমরা জেনেছি যে, পিতা-মাতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। এর ফলে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। তখন চিত্ত সাধন ভজনের উপযোগী থাকে না। এ সময় কঠোর সংযম তথা ফলমূল ও হবিষ্যান্ন খেয়ে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। আর এই অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের লোকদের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের

দিবসের সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গুণ ও কর্ম অনুসারে তিনিই এই চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, জন্মসূত্রে নয়। যেহেতু সুধীর বাবু পনেরো দিন অশৌচ পালন করেন, তাই বলতে পারি তিনি বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ না, সুধীর বাবু ও সুকেশ বাবু একই বর্ণের লোক নয়।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, সুধীর বাবু তার পিতার মৃত্যুতে পনেরো দিন অশৌচ পালন করার পর পরবর্তী কার্য সম্পাদন করেন। অন্যদিকে সুকেশ বাবু তার বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে বারো দিন অশৌচ পালন করার পর পরবর্তী কার্য সম্পাদন করেন। পাঠ্যবইয়ের আলোকে তাই বলতে পারি, সুধীর বাবু বৈশ্য বর্ণভুক্ত এবং সুকেশ বাবু ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'— অর্থাৎ জন্মভেদে নয়, বরং গুণ ও কর্মভেদেই আমি চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছি। যদিও অশৌচ পালনের ক্ষেত্রে দিবস সংখ্যায় তারতম্য ও অনুষ্ঠানের ভিন্নতা যৌক্তিক নয়। কিন্তু সমাজে অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। সাধারণত উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্য পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে। অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিবসে শ্রাদ্ধ করা হয়।

তাই বলা যায় যে, সুধীর বাবু এবং সুকেশ বাবু তারা দুজন ভিন্ন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ৫ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৪

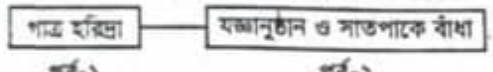

ক. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? ১
খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নবদম্পতি বিশুদ্ধ নবজীবন লাভ করে উপরের কোন পর্ব পালনের মাধ্যমে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন ও নবদম্পতির সুখশান্তি কামনা করাই গায়ে হলুদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য'—বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক বিবাহের মূল পর্ব হচ্ছে সম্প্রদান পর্ব।

খ বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয়কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এ শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

গ নবদম্পতি বিশুদ্ধ নবজীবন লাভ করে উপরের 'যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা' পর্বের মাধ্যমে। পাঠ্যবইয়ের আলোকে নিচে উক্ত বিষয়টি বর্ণনা করা হলো—

সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তাবৃত্তি ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পর পর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি বিশুদ্ধ নবজীবন লাভ করে। অনেক স্থানে কলাগাছ বেষ্টিত বিবাহ আসরে বর কনেকে সাতবার ঘোরানো হয়। বর সম্মুখে কনে তার পিছনে। বর তার বাঁ হাত দিয়ে কনের ডান হাত ধরে বিবাহ আসরের চারদিকে সাতবার ঘোরে। এর পাশাপাশি দুজনের কাপড়ের কোণা একত্র করে একটা গিঁটও দেওয়া হয়। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনে অগ্নিদেবের কাছে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে।

ঘ সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন ও নবদম্পতির সুখশান্তি কামনা করাই গায়ে হলুদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। গায়েহলুদকে গাত্র হরিদ্রাও বলা হয়ে থাকে।

গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের ওপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়।

এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। কাঁচা হলুদের সাথে মেথি, সুন্ধা, সরিষা, চন্দন প্রভৃতি থাকে। এগুলো সবই সৌভাগ্যের প্রতীক। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখশান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ৬ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

দৃশ্যকল্প-১ : আশিষের বাবা গত রাতে মারা গেছে। আশিষ পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় কাঠ-বাঁশের আঁটি বেঁধে শ্মশানের উদ্দেশে রওনা হয়। সেখানকার সব কাজ সম্পন্ন করে সকলে বাড়ি ফিরে আসে।

দৃশ্যকল্প-২ : বলাইয়ের মা মারা গেছে। বলাই মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান পালন করে। অনুষ্ঠানে পুরোহিত ডেকে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১
খ. বিবাহের উল্লেখযোগ্য পর্বের ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১-এ আশিষের বাবার উদ্দেশে সম্পন্ন কাজটির পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২-এ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বলাইয়ের মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশে পালিত অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৯ ও ১৫

ক জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে বলে জাতকর্ম।

খ গায়ে হলুদ হিন্দু বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের ওপর বসানো হয়। বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গায়ে কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। এটি মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখশান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১-এ আশিষের বাবার উদ্দেশে সম্পন্ন কাজটি হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। নিচে এ কাজটির পদ্ধতি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত করে, মালা ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের ওপর শয়ন করানো হয়। দাহকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মাখিয়ে স্নান করান। স্নানের পর মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ, এ সপ্তছিদ্রে স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়। তারপর পিণ্ডদান করা হয়। এরপর আম কাঠ ও চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয় এবং দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়।

উদ্দীপকে আশিষের বাবা মারা যাওয়ায় সে প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন নিয়ে কাঠ, বাঁশের আটি বেঁধে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানকার সব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসে। আশিষ মূলত উপরে উল্লিখিত উপায়ে তার বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২-এ বলাইয়ের মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশে পালিত অনুষ্ঠানটি হলো আদ্যশ্রাদ্ধ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার,

জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও ঘটে। এখানে একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাই বলা যায়, সকলের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি এবং সামাজিকতা গড়ে তোলার নিমিত্তে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৭ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

অধীরের বাবার মৃত্যুতে অধীর পাড়া-প্রতিবেশীদের সহায়তায় কিছু কাজ শেষ করে মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যায়। সাথে কিছু লোক কাঠ, বাঁশ নিয়ে পিছন পিছন যায়। শ্মশানের সব কাজ সম্পন্ন করে সকলে মিলে বাড়ি ফিরে আসে। অপরদিকে, প্রণব তার বাবার আত্মার শান্তি কামনায় কিছু নিয়ম পালন করে। নিয়ম হিসেবে বাবার মৃত্যুর দিন থেকে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত নিরামিষ খেয়ে নিজেকে সাধন ভজনের উপযোগী করে তোলে।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১
খ. হিন্দু বিবাহের মূল পর্বের ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. অধীরের সম্পন্নকৃত কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রণবের কার্যকলাপে যে বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে তার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৯ ও ১৩

ক জন্মের পর পিতা যব, যষ্টিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করেন একে জাতকর্ম বলা হয়।

খ হিন্দু বিবাহের মূল পর্ব হলো সম্প্রদানপর্ব। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি বসাতে হয়। বর পূর্বমুখী আর পশ্চিমমুখী হয়ে বসে। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত, গঙ্গাজলপূর্ণ একটা ঘটের উপর বরের চিৎ করা ডান হাতের ওপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার ওপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গ অধীরের সম্পন্নকৃত কাজটি হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

'অন্ত্য' ও 'ইষ্টি' —এ দুটি শব্দ মিলেই অন্ত্যেষ্টি শব্দটি গঠিত। 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ শেষ এবং 'ইষ্টি' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে এটি পচে যায়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। এ সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের ওপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃত ব্যক্তির দেহে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান। স্নানের পরে দেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এ সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিণ্ডদান করতে হয়। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়। এরপর জ্যেষ্ঠপুত্র মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক শবদেহকে তিনবার বা সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রথমে শির বা মস্তকে অগ্নি প্রদান করে। দাহকার্য সমাপ্ত হলে চিতায় জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করতে হবে। শ্মশান বন্ধুগণ বা দাহকার্যে নিয়োজিত সকলে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে গৃহে ফিরে আসবেন। উদ্দীপকে অধীরকেও এ রকম কার্য করতে দেখা যায়। অধীরের বাবার মৃত্যুর পর পাড়া-প্রতিবেশীদের সহায়তায় মৃত দেহটি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সাথে কিছু লোক কাঠ, বাঁশ নিয়ে পিছন পেছন যায়। শ্মশানে সকল কাজ সম্পন্ন করে সকলে মিলে বাড়ি ফিরে আসে। উদ্দীপকে বর্ণিত এই ঘটনাটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ।

ঘ প্রণবের কার্যকলাপে যে বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে তা হলো অশৌচ পালন। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। আমাদের চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই।

মাতাপিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি অথবা নিরামিষ আহার করে জীবন ধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসিগাছ রোপণ করে সেখানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রতিদিন জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়। এছাড়াও আরও অনেক বিধি নিয়ম পালন করতে হয়।

অশৌচ পালন শুধু শাস্ত্রীয় দিক থেকে নয়, বরং সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতামাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। তাদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত হতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। তখন মন সাধন ভজনের জন্য উপর্যুক্ততা অর্জন করে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। উদ্দীপকের প্রণবও এ নিয়ম বিধি পালন করে তার মনকে সাধন ভজনের উপযোগী করে তোলে। অর্থাৎ সে অশৌচ বিধি পালন করে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অশৌচ বিধি পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৮ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৪

সাগর বাবু একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তার পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করেন। কিন্তু পাত্রী পক্ষ থেকে কোনো জিনিসপত্র গ্রহণ করেননি। অপরদিকে, নিলয় বাবুর বাবা মারা যাওয়ার পর কিছু দিন সবজি ও ফল আহার করেন এবং সংযমী জীবনযাপন করেন।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে থাকে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাগর বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিলয় বাবুর পালনকৃত আচরণটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৮ ও ১৩

ক পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে সমাবর্তন বলে।

খ বিবাহের অনুষ্ঠানের পর্বসমূহের মধ্যে একটি হলো– যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা। বিবাহের সময় যজ্ঞের অগ্নিকে সাক্ষী রেখে সাত পাকে ঘোরার মাধ্যমে বর-কনে আমৃত্যু বাঁধা হয়ে যায়।

সম্প্রদান পর্বের পরে সেখানে বর্গাকার যজ্ঞক্ষেত্র তৈরি করা হয়। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে মনের অহংকার, মান-অভিমান, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণাসহ সকল অসাধু চিন্তারূপী ঘি-মাখা আমপাতা আগুনে আহুতি দিতে হয়। এরপর দেবপুরোহিত অগ্নিকে পরপর সাতবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে হয়। এভাবেই সাতপাকে বেঁধে নবদম্পতি আমৃত্যু বাঁধা হয়ে যায়।

গ সাগর বাবুর চরিত্রে পাঠ্যপুস্তকের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো পণপ্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান।

পণপ্রথা বলতে বোঝায়, কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় কন্যার বাবা কর্তৃক বরপক্ষকে যে নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি প্রদান করা হয়। এই পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা। সমাজ থেকে এ প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, সাগর বাবু একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তাঁর পছন্দমতো পাত্রীকে বিয়ে করেন। তিনি পাত্রীপক্ষ থেকে কোনো জিনিসপত্র গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি মনে করেন এগুলো গ্রহণ এবং প্রদান করা দুটোই অপরাধ। তার এই সিদ্ধান্ত যথার্থ।

তাই আমি মনে করি যে, আমাদের সমাজ থেকে পণপ্রথা সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য সাগর বাবুর মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে এবং এই চেতনাটি সমাজ ও ব্যক্তিমানুষদের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ঘ নিলয় বাবুর পালনকৃত আচরণটি হলো অশৌচ। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে অশৌচ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম।

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতাপিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। আমাদের চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। উদ্দীপকে নিলয় বাবুকেও আমরা দেখছি যে তার বাবা মারা যাওয়ার পর কিছুদিন সবজি ও ফলাহার করছেন এবং সংযমী জীবনযাপন করছেন।

অশৌচ পালনের শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের পাশাপাশি এর সামাজিক গুরুত্বও আছে। পিতামাতার জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাদের স্পর্শ আমারে স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ করে তাদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুও আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নিলয় বাবুর আচরণকৃত অশৌচ পালনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ৯ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৪

সুজন তার বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে সে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর পাড়া-প্রতিবেশীরা তার বাবার দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালাচন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যায়। আম কাঠ বা চন্দন কাঠ দিয়ে চিতা সাজানোর পর সে পিতার মুখাগ্নি করে। শাস্ত্রানুযায়ী মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

ক. জাতকর্ম কাকে বলে? ১

খ. 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ'—উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. সুজনের বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তোমার পাঠ্যের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. সুজনের বাবার অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ৯ ও ১৩

৯নং প্রশ্নের উত্তর :

ক জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যে কর্ম করেন তাকে জাতকর্ম বলে।

খ 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' উক্তিটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন।

'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ– অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে ভগবান নিজেই চারটি বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করেছেন।

ব্রাহ্মণ সন্তান হলেই যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হবে এমন নয়। সত্ত্বগুণ প্রভাবিত কোনো শূদ্রের সন্তানও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হতে পারেন। আবার ব্রাহ্মণ সন্তান তমঃ গুণে প্রভাবিত হলে সে শূদ্র বলে গণ্য হবেন। সুতরাং বলা যায়, বর্ণভেদ কোনো জন্মগত ও জাতিগত নয়, বরং গুণ ও কর্মের প্রভাব।

গ পাঠ্যবইয়ে এ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মৃতদেহের সৎকার করাই হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে বের হয়ে গেলে দেহ একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে পচতে শুরু করে। ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকলে ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে শবদেহের সৎকার করার বিধান রয়েছে।

মৃত্যুর পর দেহকে বস্ত্রাবৃত ও মালাচন্দন দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। দাহকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান। স্নানের পর মৃতদেহটিকে নতুন বস্ত্র ও মালা পরিয়ে এবং কপালে চন্দন দিয়ে সাজানো হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিন্ড দান করতে হয়। সবশেষে আম বা চন্দন কাঠের চিতায় মৃতদেহকে শয়ন করানো হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্র পাঠ করে জ্যেষ্ঠপুত্র সাত অথবা তিনবার প্রদক্ষিণ করে মস্তকে অগ্নি প্রদান করেন। দাহকার্য শেষ হলে চিতায়-জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। এক্ষেত্রে শ্মশান বন্ধুগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সুতরাং বলা যায় যে, আত্মার শান্তি বা মঙ্গল কামনায় মৃতদেহের সৎকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী করা উচিত। যেমনটা উদ্দীপকের সুজন করেছিলেন।

ঘ সুজনের বাবা পরলোকগমন করলে পাড়া-প্রতিবেশীরা মৃতদের সৎকার করেন এবং অশৌচ পালন করেন। তাদের অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি।

আমরা পাঠ্যবইয়ে অশৌচ পালনের গুরুত্ব সম্বন্ধে জানতে পারি যে, মাতাপিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন থাকে এবং চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। আর তখন আমরা অশুচি হই। অশৌচ দুই প্রকার। জননাশৌচ ও মরণাশৌচ। পিতামাতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফল-ফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়। এ সময় উঠানে একটি তুলসি গাছ রোপণ করে সেখানে প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়।

অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধিবিধান তা-ই নয়। সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে। তাদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, সুজনের বাবার মৃত্যুতে পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের অশৌচ পালন যৌক্তিক এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিত পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে অশৌচ পালন করে মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

প্রশ্ন ১০ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

দৃশ্যকল্প-১ : রিমঝিম একজন শিক্ষিত তরুণী। সে তার বাবা-মায়ের পছন্দ অনুসারে পরিমল বাবুর একমাত্র সুশিক্ষিত চাকরিজীবী ছেলেকে বিয়ে করতে সম্মত হয়। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পরিমল বাবু রিমঝিমের বাবার কাছে বড় অঙ্কের টাকা দাবি করলে রিমঝিম প্রতিবাদ জানিয়ে সে বিয়ে ভেঙে দেয়।

দৃশ্যকল্প-২ :

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১

খ. বিয়ের পরদিন কোন অনুষ্ঠান পালিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১-এ বর্ণিত ঘটনাটির কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দৃশ্যকল্প-২-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ৮ ও ১৫

১০নং প্রশ্নের উত্তর :

ক ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যেসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেগুলোকে বলা হয় সংস্কার।

খ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান পালিত হয়। বিয়ের পর দিনকে বলা হয় বাসি বিয়ের দিন। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়। তবে অনেক স্থানে বিয়ের দিনই সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে।

গ দৃশ্যকল্প-১-এ বর্ণিত ঘটনাটি হলো পণপ্রথা। নিচে পণপ্রথার কারণ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো—

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ। এ পণপ্রথা বা যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বহুকাল থেকে এটি আমাদের ক্ষতি করেছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১-এ রিমঝিমের বিয়ের এক সপ্তাহ আগে পরিমল বাবু রিমঝিমের বাবার কাছ থেকে বড় অঙ্কের টাকা দাবি করলে রিমঝিম প্রতিবাদ জানিয়ে সে বিয়ে ভেঙে দেয়। এখানে পরিমল বাবুর মধ্যে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে, যা উপরের আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এ পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ।

ঘ দৃশ্যকল্প-২-এ আদ্যশ্রাদ্ধের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেক জনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ১১ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

দীপক চক্রবর্তীর মায়ের মৃত্যুর পর অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। অশৌচ পালন শেষে তিনি একাদশ দিবসে পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে সমাজে সামগ্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয়।

ক. বিবাহ কাকে বলে? ১

খ. বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দীপক চক্রবর্তীর মায়ের অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা তোমার পাঠ্য বিষয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. দীপক চক্রবর্তীর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গুরুত্ব পাঠ্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১৩ ও ১৫

ক বিবাহ হলো একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় বন্ধন।

খ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিবাহের একটি আচার। বিবাহের দিন কিংবা তার আগের দিন উভয় পক্ষই নিজ নিজ ঘরে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের আশীর্বাদ কামনা করে। উভয়কুলের পিতৃপুরুষদের প্রতি এ শ্রাদ্ধতর্পণ করাকে বলা হয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ।

গ শৌচ শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং অশৌচ শব্দের অর্থ 'পবিত্রতার অভাব।' এই অশৌচ পালনের অনেক যৌক্তিকতা রয়েছে। নিচে দীপক চক্রবর্তীর মায়ের অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা আমার পাঠ্য বিষয়ের আলোকে বর্ণনা করা হলো—

দীপক চক্রবর্তী মায়ের মৃত্যুর পর অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধিবিধান তাই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতামাতা জীবদ্দশায় সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলে তাদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গ সুখ দেয়। হঠাৎ করে তাদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুও আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। তাদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি সবিনয়ে পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য। এতে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। অতএব বলা যায়, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে অশৌচ পালনের যৌক্তিকতা রয়েছে।

ঘ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দীপক চক্রবর্তীর মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম।

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অন্' প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তাই শ্রাদ্ধ। উদ্দীপকের দীপক চক্রবর্তী অশৌচ পালন শেষ করে একাদশতম দিনে পিণ্ডদান করে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে একদিকে যেমন ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয় তেমনি এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

শ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন, তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

অতএব বলা যায়, আদ্যশ্রাদ্ধ শুধু ধর্মীয় বিধান নয়। বরং পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ১২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩

মিতা লেখাপড়া শেষ করে বাড়িতে বসে আছে। মিতার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চায়। তাই মিতার জন্য বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন সকলে উপস্থিত ছিল। সোনার গহনা, লাল পেড়ে শাড়ি পরিয়ে মিতাকে সুন্দর করে সাজানো হয়। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল মিতার জীবনের বিশেষ দিন। অপরদিকে, পলির মা মারা যাওয়ায় সে শোকাহত। তাই মায়ের আত্মার শান্তির জন্য বাড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ছাতা, পাদুকা, বস্ত্রসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করে অনুষ্ঠানের কাজ শেষে করে।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. হিন্দু নারীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. মিতার জীবনের বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পলির মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠানটির পারিবারিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

▸ শিখনফল ১ ও ১৫

১২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পাঠ শেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে সমাবর্তন বলে।

খ হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন পরানো। সম্প্রদানপর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এটি একজন হিন্দু নারীর জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপর থেকেই কন্যা অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে।

গ মিতার জীবনের বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটি হলো তার বিবাহ।

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ প্রচলিত। কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ করে কন্যা দান করাকে বলা হয় ব্রাহ্মবিবাহ। উদ্দীপকে দেখা যায়, মিতার বাবা তার মেয়েকে সংসারী করতে চায়। তাই তিনি মিতার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানে সোনার গহনা, লাল পেড়ে শাড়ি পরিয়ে মিতাকে সুন্দর করে সাজানো হয়। এ অনুষ্ঠানটি ছিল মিতার জীবনের বিশেষ দিন। উক্ত অনুষ্ঠানটি বিবাহকেই নির্দেশ করে।

'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।'

(ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ)

"তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় হোক তোমার।" এ মন্ত্রের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর একাত্মতার সম্পর্ক। জীবন হয় একসূত্রে গাঁথা। আমৃত্যু তারা সুখে-দুঃখে একসাথে থাকার প্রতিজ্ঞা করে এবং জীবনের নতুন অধ্যায়ে শুরু হয় পথ চলা।

হিন্দুবিবাহ কোনো চুক্তি নয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারমূলক অধ্যায়। শুভলগ্নে নারায়ণ, অগ্নি, গুরু, পুরোহিত, আত্মীয় এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের স্বাক্ষী রেখে মঙ্গলমন্ত্রের উচ্চারণ, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় যজ্ঞ এবং কতকগুলো লোকাচারের মাধ্যমে। বিবাহ অনুষ্ঠানের অনেক পর্ব আছে। যেমন– আশীর্বাদ, অধিবাস, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, গায়ে হলুদ (গাত্র হরিদ্রা), বর-বরণ, শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সম্প্রদান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও সাতপাকে বাঁধা, সিঁথিতে বিবাহ চিহ্ন, সপ্তপদীগমন, বাসি বিয়ে অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পর্ব শাস্ত্রীয়, আর কিছু অঞ্চলভেদে লোকাচার।

ঘ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পলির মায়ের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে পালিত অনুষ্ঠান বা আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ শ্রাদ্ধ করতে হয় এবং এ সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পাশাপাশি এ অনুষ্ঠান আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও ঘটে। এখানে একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। উদ্দীপকে পলিদের বাড়িতেও তার মায়ের আত্মার শান্তির জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গের আনুষ্ঠানিকতা করা হয়। এতে ছাতা, পাদুকা, বস্ত্রসহ বিভিন্ন সামগ্রী উৎসর্গ করে মায়ের জন্য শান্তি কামনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পলিকে সান্ত্বনা দিতে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আসেন। এতে পলি মানসিকতার শক্তি পায়। অন্যদিকে, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে মিলন ঘটে। তাই বলা যায়, সকলের মাঝে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি এবং সামাজিকতা গড়ে তোলার নিমিত্তে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৩ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. বিবাহের মূল পর্ব কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এর বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর উল্লিখিত সংস্কারটির গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৭ ও ১৪

ক পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে সমাবর্তন বলে।

খ বিবাহের মূল পর্ব হচ্ছে সম্প্রদান। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি– (বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী) বসাতে হয়। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত গঙ্গাজলপূর্ণ একটি ঘটের উপর কনের ডানহাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা ও দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান পর্ব শেষ হয়।

গ চিত্র-১ এ আদ্যশ্রাদ্ধ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথম করণীয় কাজটি হচ্ছে আদ্যশ্রাদ্ধ।

মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির জন্য আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। আদ্যশ্রাদ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের

মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন একত্রিত হয়ে মিলনমেলার সৃষ্টি হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয় বলে এর নাম একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। এখানে মাত্র একজনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে দান করা হয়। এ সময় আসন, ছাতা, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়।

চিত্র-১ এ দেখা যায়, একজন পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে কতিপয় ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয় দান করছে। এ থেকে বলা যায়, চিত্র-১ এর উল্লিখিত বিষয়টি হলো আদ্যশ্রাদ্ধ।

ঘ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চিত্র-২ এর উল্লিখিত সংস্কার বা বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিবাহের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী আমৃত্যু সুখে-দুঃখে একসাথে থাকতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বিবাহের দ্বারাই তারা পরিবার গঠন করার বৈধতা লাভ করে থাকে। সমাজে বিবাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী এ সংস্কার নিঃসন্দেহে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তন্মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহের দ্বারা পুরুষ সন্তানের জনক হয়ে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মাধ্যমে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার, যাকে কেন্দ্র করে প্রেমপ্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি মানবমনের সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়। এভাবে গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার। তাই বলা যায়, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উদ্দীপকে উপস্থাপিত সংস্কার বা বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

নিখিল রায় আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এক বিশেষ সংস্কারের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নমিতা রায়ের সমগ্র জীবনের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিখিল রায় এ সংস্কারে কন্যা পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উপঢৌকন গ্রহণ করেননি।

ক. সংস্কার কাকে বলে? ১
খ. দেহ-শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নিখিল রায় কোন সংস্কারের আয়োজন করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিখিল রায়ের উপঢৌকন গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৮

ক ঐতিহ্য অনুসরণ করে হিন্দুদের সমগ্র জীবনে যেসব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়, সেসব অনুষ্ঠানকে সংস্কার বলা হয়।

খ গায়ে হলুদ মূলত দেহশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। বর-কনের স্ব-স্ব বাড়িতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়। বর বা কনেকে একটি আসনের উপর বসানোর পর বড়রা ধান, দূর্বা প্রভৃতি দিয়ে আশীর্বাদ করে আর ছোটরা নমস্কার করে গালে, কপালে, হাতে হলুদ মাখিয়ে দেয়। সাথে সাথে মিষ্টিমুখও করানো হয়। সুদৃঢ় বিবাহিত জীবন, নবদম্পতির সুখ-শান্তি কামনা করাই এ অনুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

গ নিখিল রায় মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কার অর্থাৎ বিবাহের আয়োজন করেছেন।

হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। বিবাহ শব্দের অর্থ বিশেষরূপে ভার বহন করা। বিবাহের ফলে একজন পুরুষকে একজন নারীর ভরণ-পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিবাহের মধ্য দিয়ে পুরুষ সন্তানের জনক হওয়ার মাধ্যমে লাভ করেন পিতৃত্ব এবং নারী জননীরূপে লাভ করেন মাতৃত্ব। বিবাহের মধ্য দিয়ে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা সবাইকে নিয়ে গড়ে ওঠে সুখের সংসার। আর এই সংসারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে প্রেমপ্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি যা মানব মনের সুকুমার বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়। পুত্র-কন্যা দিয়ে বংশের বিস্তার হয়। পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সে সন্তানেরাই সেবা করে। এভাবেই গড়ে ওঠে আলোকিত মানুষ তৈরির সূতিকাগার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিখিল রায় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এক বিশেষ সংস্কারের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নমিতা রায়ের সমগ্র জীবনের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মের নিয়মানুযায়ী নিখিল রায়ের উক্ত কাজ বিবাহকেই নির্দেশ করে।

ঘ নিখিল রায়ের উপঢৌকন গ্রহণ না করা অর্থাৎ পণ না নেওয়ার যৌক্তিকতা অপরিসীম।

পণপ্রথা বলতে বোঝায়, কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় কন্যার বাবা কর্তৃক বরপক্ষকে যে নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি প্রদান করা হয়। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। আমাদের সমাজে বহুকাল যাবত এটির প্রচলন রয়েছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। সমাজ থেকে এ প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নিখিল রায় আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে এক বিশেষ সংস্কার অর্থাৎ বিবাহের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি নমিতা রায়ের সকল দায়িত্ব বহন করেন এবং কন্যাপক্ষ থেকে কোনো প্রকার উপঢৌকন অর্থাৎ পণ গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি মনে করেন এগুলো গ্রহণ করা এবং প্রদান করা দুটোই অপরাধ। তার এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। কেননা পণ বা যৌতুক একটি অকল্যাণকর প্রথা। বাহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করে আসছে।

অতএব পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। সুতরাং আমাদের সমাজ থেকে পণ গ্রহণ সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য নিখিল রায়ের মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন ১৫ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩

অমল তার বাবার মৃত্যুতে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের সহযোগিতায় শবদাহ করেন। অন্যদিকে, হেমন্ত তার বন্ধু বসন্তকে মাথা মুন্ডন করা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল। বন্ধু মাথামুন্ডন করেছ কেন? উত্তরে বসন্ত বলল, "মায়ের আত্মার শান্তির জন্য এ সংস্কারটি করতে হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সাধ্যমতো দানও করতে হয়েছে।"

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১
খ. জাতকর্ম করা হয় কেন? ২
গ. অমলের পালনকৃত সংস্কারটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বসন্তের পালনকৃত সংস্কারটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৯ ও ১৫

ক পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে সমাবর্তন বলে।

খ সন্তান জন্মের পর পিতা যব, যষ্ঠিমধু ও ঘৃত দ্বারা সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করে জাতকর্ম করেন। এ আচারটি পালন করার ফলে সন্তান সদাচারী ও মিষ্টভাষী হয়। সে যেন সকলের সাথে মধুর ভাষায় কথা বলে, সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করে বাবা-মা গুরুজনদের সাথে যেন শ্রদ্ধার সাথে কথা বলে। পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে যেন মিশুক আচরণ করে এ উদ্দেশ্যে পিতা সন্তানের মুখে যষ্ঠিমধু স্পর্শ করে।

গ অমলের পালনকৃত সংস্কারটি হচ্ছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। এ সংস্কারটি একজন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পালন করা হয়।

মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে অন্তর্হিত হলে দেহ একটি প্রাণহীন অচল পদার্থে পরিণত হয় এবং ক্রমে ক্রমে এটি পচতে শুরু করে। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই সৎকারই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। মৃত্যুর পর দেহটিকে বস্ত্রাবৃত ও মালা চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃতদেহের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে তাকে কুশের উপর শয়ন করানো হয়। দাহাধিকারী স্নান করে এসে মৃতদেহের গায়ে তেল ও কাঁচা হলুদ মেখে তাকে স্নান করান। স্নানের পরে মৃতদেহকে নতুন কাপড় ও মালা পরিয়ে কপালে চন্দন দিতে হয়। এরপর দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র ও মুখ এই সপ্তছিদ্র স্বর্ণ বা কাঁসা দ্বারা আচ্ছাদন করতে হয়। তারপর পিন্ডদান করতে হয়। এরপর আমকাঠ বা চন্দনকাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হয়। তারপর শবকে চিতায় শয়ন করানো হয়। চন্দনকাঠ পাওয়া না গেলে ক্ষতি নেই। যেখানে যেমন কাঠ প্রাপ্য তা দিয়ে দাহকার্য সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতেও শবদাহ করা হয়। সাধারণত নিয়মানুসারে প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্র শির বা মস্তকে অগ্নিপ্রদান করে। প্রচলিত কথায় বলা হয় মুখাগ্নি। অগ্নিদানের পূর্বে শবদেহ সাত বা তিনবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। দাহকার্য শেষ হলে চিতায় জল ঢেলে আগুন নিভিয়ে চিতা পরিষ্কার করতে হবে। শ্মশানবন্ধুগণ বা দাহকার্যে নিয়োজিত সকলে স্নান করে পরিচ্ছন্ন হবেন।

ঘ বসন্তের পালনকৃত সংস্কারটি হচ্ছে আদ্যশ্রাদ্ধ যা কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথম করণীয়। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পাশাপাশি এ অনুষ্ঠান আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও ঘটে। এখানে একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। তাই বলা যায়, সকলের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি এবং সামাজিকতা গড়ে তোলার নিমিত্তে পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে আদ্যশ্রাদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৬ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩

অনাদি রায় তার বাবার মৃত্যুতে শোকাহত। বাবার আত্মার শান্তির জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। অপরদিকে, সোনেকার লেখাপড়া শেষ। সোনেকার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চান। হঠাৎ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েকে নতুন কাপড়, স্বর্ণালংকার দ্বারা সজ্জিত করেন। নিকট আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের উপস্থিতিতে উপযুক্ত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেন। অনুষ্ঠানের দিনটি ছিল সোনেকার জীবনের বিশেষ দিন।

ক. সমাবর্তন কাকে বলে? ১

খ. পণপ্রথা অধর্ম –ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনাদি রায়ের পিতার মৃত্যুর পর করণীয় কাজটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সোনেকার জীবনে বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৭ ও ১৪

ক পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান হয় তাকে সমাবর্তন বলে।

খ বিবাহের সময় বরপক্ষকে কন্যা পক্ষ থেকে নগদ অর্থসম্পদ দিতে হয় পণ বা যৌতুক হিসেবে। যা একটি সামাজিক ব্যাধি। অনেক সময় কন্যার পিতার সামর্থ্য না থাকলেও ঋণগ্রস্ত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়। আর না দিলে অনেক সময় বিবাহ ভেঙে যায় আর না হয় বিবাহের পর বধূকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করা হয়। যার ফলে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। পিতা কন্যার দুর্দশার কথা চিন্তা করে ধারদেনা করে পণ প্রদান করে নিজে আরও বিপদের মধ্যে পড়ে। তাই বলা যায় পণপ্রথা অধর্ম।

গ অনাদি রায়ের পিতার মৃত্যুর পর প্রথম করণীয় কাজটি হচ্ছে আদ্যশ্রাদ্ধ।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। আদ্যশ্রাদ্ধের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন একত্রিত হয়ে মিলনমেলার সৃষ্টি হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণনাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয় বলে এর নাম একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। এখানে মাত্র একজনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে দান করা হয়। এ সময় আসন, ছাতা, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি মৃত ব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পিতার মৃত্যুর পর অনাদি রায় দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গের মাধ্যমে বাবার আত্মার শান্তির জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে। তার এ করণীয় কাজটির মাধ্যমে আদ্যশ্রাদ্ধকেই নির্দেশ করা হয়েছে, যা উপরের আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে সোনেকার জীবনে বিশেষ দিনের অনুষ্ঠানটি হচ্ছে 'বিবাহ'। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দিনটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

সোনেকার লেখাপড়া শেষ। সোনেকার বাবা মেয়েকে সংসারী করতে চান। হঠাৎ তিনি একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেয়েকে নতুন কাপড়, স্বর্ণালংকার দ্বারা সজ্জিত করেন। নিকট আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের উপস্থিতিতেই উপযুক্ত ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেন। এগুলোর মাধ্যমে মূলত বিবাহের প্রতিচ্ছবিই ফুটে ওঠে। হিন্দুধর্মের নিয়মানুসারে পালিত দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহ মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও পূর্ণময় করে তোলে। বিবাহ একটি পবিত্র কাজ। বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। বিবাহের সময় অগ্নিকে সাক্ষী করে বিবাহ দেওয়া হয়। স্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরুষের কোনো ধর্মচর্চাই পূর্ণতা পায় না। স্ত্রী হলেন পুরুষের সহধর্মিণী। স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ধর্মচর্চা করলে তবেই সে ধর্মচর্চা পূর্ণতা লাভ করে। তাই বলা হয়েছে, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, অর্থাৎ সতীকে পুণ্যবতী হতে হলে তার পতিকে আগে পুণ্যবান হতে হবে। ধর্মচর্চায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক। পাশাপাশি বিবাহ মানুষের জীবনকে পুণ্যময় করে। মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অপরের জীবনযাপনের পরিচর্যা ও ভালোলাগার দায়িত্ব পায়। একটি পরিবারের সাথে অপর পরিবারের সামাজিক সম্পর্ককেও ঘনিষ্ঠ করে তোলে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, উদ্দীপকে সোনেকার জীবনের বিশেষ দিন বিবাহ অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৭ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

উত্তমের বাবার মৃত্যুর পর বাড়ির উঠানে একটি তুলসি গাছ রোপণ করে। শাস্ত্রানুযায়ী সেখানে সে জল ও দুধ নিবেদন করে তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে। এছাড়া সে নানা রকম ফলমূল খেয়ে কোনো রকমে জীবনধারণ করে। এর মধ্য দিয়ে সে মনকে শান্ত করার মাধ্যমে সকলের সাথে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে।

ক. পণ কাকে বলে? ১

খ. আদ্যশ্রাদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উত্তমের কর্মকান্ডে কোন ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির গুরুত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

▸ শিখনফল ১২ ও ১৩

১৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে বলে পণ।

খ আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো অনুষ্ঠান। আদ্যশ্রাদ্ধের পূর্ণ নাম আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ। একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ করা হয় বলে একে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বলে। অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধ হলো একজনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সাথে দান করা।

গ উত্তমের কর্মকাণ্ডে অশৌচ পালনের ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে। অশৌচ পালনের মাধ্যমে মন শান্ত হয়।

'শৌচ' শব্দের অর্থ 'শুচিতা'। সুতরাং 'অশৌচ' শব্দে অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে আমাদের অশৌচ হয়। কারণ প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমাদের মন শোকে আচ্ছন্ন হয়। আমাদের চিত্ত সাধন-ভজনের উপযোগী থাকে না। তখন আমরা অশুচি হই। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। অশৌচকালে উঠানে একটি তুলসি গাছ রোপণ করে সেখানে প্রতিদিন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে জল ও দুগ্ধ প্রদান করতে হয়। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনায় দেখা যায়, উত্তমের বাবার মৃত্যুর পর উত্তম বাড়ির উঠানে একটি তুলসি গাছ রোপণ করে। শাস্ত্রানুযায়ী সেখানে সে জল ও দুধ নিবেদন করে তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করে। এছাড়া সে নানা রকম ফলমূল খেয়ে কোনো রকমে জীবনধারণ করে। এর মাধ্যমে সে তার মনকে শান্ত করে। তার এসব কর্মকাণ্ড, মূলত অশৌচ পালনকে নির্দেশ করে।

তাই আমরা বলতে পারি, উত্তমের কর্মকাণ্ডে অশৌচ পালনের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি হচ্ছে অশৌচ পালন। এ বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম।

অশৌচ পালন হিন্দুধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। অশৌচ পালন যে শুধু শাস্ত্রীয় বিধিবিধান তা-ই নয়, সামাজিক দিক থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। পিতামাতার জীবদ্দশায় তাদের স্পর্শ আমাদের স্বর্গসুখ দেয়। হঠাৎ তাদের চির অনুপস্থিতি সন্তানকে বিচলিত করে তোলে। এমনকি নিকট আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুও আমাদের বিষাদগ্রস্ত করে। তাদের আত্মার শান্তি কামনায় নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু বিচলিত মনে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনার পূর্ণ একাগ্রতা আসে না। এজন্য চাই শান্ত মন। তাই সময়ের প্রয়োজন। আর এ প্রস্তুতির জন্য অশৌচ পালন কর্তব্য।

অশৌচ পালনে মন ধীরে ধীরে শান্ত হয় এবং মনে প্রশান্তি ফিরে আসে। এছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ অশৌচ পালন করে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। যার দৃষ্টান্ত উদ্দীপকে উত্তমের কর্মকাণ্ডের দেখা যায়।

সুতরাং বলা যায়, অশৌচ পালনের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ১৮ ▶ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩

প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছেন। একবার 'ক' নামক এক ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছিল। এমন সময় পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে। প্রথমার বাবা এ কথা শোনার সাথে সাথেই বলেন, 'এমন ছোট মনের মানুষের সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।' যদিও একটা প্রাইভেট কার দেওয়ার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য প্রথমার বাবার ছিল। তাছাড়া বিষয়টি তার কাছে অসম্মানজনক কাজ বলে মনে হয়।

ক. বর্তমান সমাজে কোন বিবাহ অধিক প্রচলিত? ১
খ. বিবাহের মূল পর্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে না দেওয়ার কারণ পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পাঠ্যের আলোকে প্রথমার বাবার কাজটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৮

ক বর্তমান সমাজে ব্রাহ্মবিবাহ অধিক প্রচলিত।

খ বিবাহের মূল পর্ব হচ্ছে সম্প্রদান। বিবাহের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বর-কনেকে বিয়ের পিঁড়িতে মুখোমুখি– (বর পূর্বমুখী আর কনে পশ্চিমমুখী) বসাতে হয়। যিনি কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি উত্তরমুখী হয়ে বসেন। পুত্তলি অঙ্কিত, আম্রপল্লবে সুশোভিত গঙ্গাজলপূর্ণ একটি ঘটের উপর কনের ডান হাত রাখা হয়। তার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল কুশপত্র আর ফুলের মালা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। সম্প্রদানকর্তা দেবতাদের নাম উচ্চারণ করে উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে কন্যা সম্প্রদান করেন।

গ 'ক' নামক পাত্রের সাথে প্রথমার বিয়ে না হওয়ার কারণ হচ্ছে পণ। পণ বিষয়টি সার্বিকভাবে অধর্ম বলে বিবেচিত হয়।

কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় বরপক্ষকে যদি নগদ অর্থ, সম্পত্তি প্রভৃতি দিতে হয় তাহলে তাকে পণ বলে। অশিক্ষা, অসচেতনতা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাবে সমাজে পণপ্রথার প্রচলন হয়েছিল।

পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। তাই এই জঘন্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য যৌতুক বিরোধী আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

উদ্দীপকের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই। প্রথমার বাবা প্রথমাকে 'ক' নামক পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। পরবর্তীতে পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করে যা মূলত পণকেই নির্দেশ করে। পণপ্রথার জন্যই প্রথমার বাবা প্রথমাকে 'ক' নামক পাত্রের সাথে বিয়ে দেননি।

ঘ প্রথমার বাবার কাজটি হচ্ছে পণ প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান। এ কাজটির যৌক্তিকতা অপরিসীম।

পণপ্রথা বলতে বোঝায়, কন্যাকে পাত্রস্থ করার সময় কন্যার বাবা কর্তৃক বরপক্ষকে যে নগদ অর্থ, সম্পদ প্রভৃতি প্রদান করা হয়। এই পণপ্রথা বা যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। আমাদের সমাজে বহুকাল যাবত এটির প্রচলন রয়েছে। পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। এর মূলে রয়েছে অশিক্ষা, অসচেতনতা, পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই পণপ্রথা নিন্দনীয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ। সমাজ থেকে এ প্রথা নির্মূল করার জন্য দরকার আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সামাজিক প্রতিরোধ, নারীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে যথাযোগ্য মর্যাদা দান।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রথমার বাবা প্রথমাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজছিলেন। 'ক' নামক এক পাত্রের সাথে বিয়ের কথাবার্তা প্রায় ঠিকঠাক হয়েছিল। কিন্তু পাত্রপক্ষ প্রথমার বাবার কাছে একটি প্রাইভেট কার দাবি করায় প্রথমার বাবা বিয়ে ভেঙে দেন এবং তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। কারণ তিনি মনে করেন এগুলো গ্রহণ করা এবং প্রদান করা দুটোই অপরাধ। তার এই সিদ্ধান্ত যথার্থ। কেননা পণ বা যৌতুক একটি অকল্যাণকর প্রথা। বহুকাল থেকে এটি আমাদের অনেক ক্ষতি করে আসছে। তাই এক্ষেত্রে প্রথমার বাবার কাজটি অত্যন্ত যৌক্তিক। সমাজের জন্য খুবই মঙ্গলজনক।

অতএব বলা যায়, পণ গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই সমান অপরাধ। সুতরাং আমাদের পণ বা যৌতুক সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য প্রথমার বাবার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সবাইকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।